প্রভাত-স্বপ্ন

(ছোট গল্প)

(১ম সংস্করণ)

শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা
৯নং বিশ্বকোষ-লেন, বাগবাজার,
বিশ্বকোষ-প্রেসে
শ্রীহরিচরণ মিত্রদ্বারা মুদ্রিত।

"প্রীতিদান"

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

সোদরপ্রতিমেষু—

কুড়মিঠা, (বীরভূম)

"সাহিত্যরত্ন" !

যৌবন-প্রভাতে যখন আমার চক্ষু সমস্ত বিশ্ব রঙ্গীন দেখিত, তখন "প্রভাত-স্বপ্নের" নায়ক মহাশয়ের মত আমিও এক কল্পনার স্বপ্ন সফল করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম—সাহিত্যিক-গণের মধ্যে আমি একজন "কেষ্ট-বিষ্টু" বলিয়া গণ্য হইব। আজ যৌবন-সন্ধ্যায় বাস্তবজগতের কঠোর ঘাত-প্রতিঘাতের তীব্রজালায় চক্ষুর সে কুয়াসা কাটিয়াছে। কুয়াসা অবসানের পর চাহিয়া দেখি—আলোকের শেষ রেখাটিও কখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি সেই স্বপ্নঘোরে লিখিত এই গল্পগুলি প্রকাশ করিলাম কেন—শুনিয়া রাখ।

সাধারণতঃ যে সমস্ত কারণে পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে, যথা—"বন্ধুগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ," "সুকুমার-মতি বালক-বালিকাগণকে শিক্ষাদান", "নির্ভয়ে মহিলাগণের হস্তে সমর্পণ-যোগ্য পুস্তকের অভাব দূরীকরণ" প্রভৃতি কোনো কারণের প্রেরণায় ইহা প্রকাশিত হয় নাই। এই তুচ্ছ গল্পগুলি প্রকাশের উদ্দেশ্য, আমার মত স্বপ্নোন্মাদ—আকাশ-কুসুম চয়ন-প্রয়াসী যুবকগণকে সতর্ক হইবার কিঞ্চিৎ সুযোগ প্রদান,—সকলেই যেন নিজের লেখাকে অমূল্য মনে না করেন। সাফল্য-লাভ কচিৎ,

কাহারো ভাগ্যে ঘটে, কিন্তু লেখনী স্পর্শ করিতে না করিতেই অনেকে আমার ন্যায় স্বপ্নঘোরে বিভোর হইয়া পড়েন। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সাবধান হইবেন, এই গল্পগুলি প্রকাশের ইহাই উদ্দেশ্য।

গল্প কয়েকটি পড়িতে পড়িতে যতই তাঁহারা ইহার অসারতা উপলব্ধি করিবেন,—ভরসা করি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের লেখনীও তত সংযত হইবে। এ আমার দধিচীর অস্থিদান,—নিজে হাস্যাস্পদ হইয়া অপরকে সতর্ক করা! তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করি, যে আমি দধিচীর মত নিষ্কাম নহি। পৌরাণিক দধিচীর প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, আমি আধুনিক দধিচী, সুতরাং যদিই ফাঁকতালে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা জুটিয়া যায়, দুঃখিত হইব না!

কিন্তু তোমাকে এত কথা শুনাইয়া উপহার দিবার উদ্দেশ্য—হয়তো বুঝিতে পারিতেছ! আচ্ছা সেটা না হয় উহ্যই থাকুক। তবু—মনে তো পড়ে, যে তুমি ও আমি প্রায় একসঙ্গেই এই পথের পথিক হই এবং এই সূত্রেই আমাদের পরিচয় হয়। জীবনের সেই সুখস্মৃতি বিজড়িত অতীত দিনের অনেক কথাই—এই "প্রভাত-স্বপ্নের" সঙ্গে গাঁথা আছে। সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখি ইহা তোমারই প্রাপ্য। তাই আজি এই বর্ষ-প্রভাতে —"প্রভাত-স্বপ্ন" তোমাকেই দিলাম। ভরসা করি ইহাকে "মধ্যম-নারায়ণের" প্রকারান্তর-প্রয়োগ মনে করিয়া উল্টা বুঝিবে না। ইতি—

লাভপুর, (বীরভূম)
সন ১৩২৭ সাল
তারিখ শুভ বৈশাখ।

তোমারই প্রীতিবদ্ধ—
নির্ম্মলশিব।

নিবেদন

আমার এই অকিঞ্চিৎকর গল্পগুলি—বীরভূমি, ভারতবর্ষ, অর্চ্চনা, নাট্য-মন্দির, দর্শক প্রভৃতির সম্পাদকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্পাদিত পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই অবকাশে তাঁহাদের নিকট আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। "সত্যের আবরণ" গল্পটি একটি ইংরাজী গল্প অবলম্বনে লিখিত। ইতি।

লাভপুর, (বীরভূম)
সন ১৩২৭ সাল
তারিখ ৩২শে আষাঢ়

বিনীত নিবেদক—
শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রভাত-স্বপ্ন

১

বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়া অনেকগুলি সংস্কারের অধিকারী হইয়াছি। যথা—যাত্রাকালে হাঁচি টিক্‌টিকি পড়িলে আর যাইতে নাই; বচন;—"হাঁচি টিক্‌টিকির বাধা, যে না মানে সে গাধা।" "ধোপার মুখ, কলুর মুখের" গুণাগুণও জানা আছে। "ভর্ত্তির চেয়ে খালি ভাল, যদি ভর্‌তে যায়," "বাঁয়ের চেয়ে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায়," "আগু চেয়ে পাছু ভাল যদি ডাকে মা'য়," "যদি পাও রাজ্য দেশ, তবু না যাবে বৃহস্পাতির শেষ," "মঘা—এড়াবি ক ঘা?" প্রভৃতিও অবিদিত নাই। "সাপের স্বপ্ন দেখিলে বংশ-বৃদ্ধি হয়, মহিষের স্বপ্ন দেখিলে মৃত্যু হয়" প্রভৃতি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার আছে, যে "প্রভাতে স্বপ্ন দেখিলে এবং তারপর আর না ঘুমাইলে সে স্বপ্ন সফল হয়"। বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাকে ইহার অধিক উদাহারণ দেওয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। একটু লেখা পড়া শিখিলে নিজেকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া পরিচয় দিতে প্রায় সকলেই লজ্জা বোধ করেন এবং এইরূপ সকল সংস্কার হইতে মুক্ত বলিয়া লোকের নিকট একটু গর্ব্বও করিয়া থাকেন—কিন্তু মনের খট্‌কা মরে কি? যাত্রাকালে যদি পূর্ব্বোক্তরূপ কোন প্রকার বাধা পড়ে, তখন যদিও সে সমস্ত না মানিয়া বীরদর্পে বাহির হইয়া পড়া যায়, তবু মনে মনে হয় "একবার বসিয়া গেলেই ভাল হইত।" বাঙ্গালীর এ জন্মগত সংস্কার—ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ঘুরিয়া আসিলেও থাকিয়া যায়। এ এমনি মজার জিনিষ! আমিও এম, এ, পাশ

করিয়াছি, তথাপি ভূত না মানিয়াও ভূতের ভয়, বা ঐ সমস্ত সংস্কার না মানিয়াও তাহার খট্‌কা মন হইতে চেষ্টা সত্ত্বেও দূর করিতে পারি নাই।

২

আমার বাসার একটু দূরেই ব্রাহ্ম-সমাজ। প্রতি রবিবারে ব্রাহ্মগণ তথায় সপরিবারে আসিয়া উপাসনা করিতেন। আমি যদিও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, তথাপি হিন্দু-সমাজের বাহিরে ছিলাম বলিয়া হিন্দু-সমাজের কোন তোয়াক্কা রাখিতাম না। অবাধে সকলের সহিত একত্রে পানাহার করিতাম এবং সকলের সহিত সমভাবে চলিবার চেষ্টা করিতাম। সমাজে গিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতাম, মাঝে মাঝে মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া কে কেমন ভাবে উপাসনা করিতেছেন দেখিয়া লইতাম—বিশেষ করিয়া দেখিতাম মিস্ রায়কে, যাঁহার প্রতি আমার কিছু অতিরিক্ত রকম শ্রদ্ধা ছিল!

মিস্ রায় শিশির রায়ের ভগিনী। শিশির রায় আমাদেরই একজন ডেপুটী এবং বন্ধু, সুতরাং তাঁহার বাটীতে আমার এবং অনেকের বিশেষরূপ যাতায়াত ছিল। সেই যাতায়াত-সূত্রেই শুধু শিশিরের সহিত নহে, এই পরিবারের সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। প্রত্যহ তাঁহার বাসায় সন্ধ্যার পর একটি সঙ্গীতের বৈঠক বসিত। আমি সঙ্গীত-শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও এই বৈঠকে একদিনের জন্যও অনুপস্থিত হই নাই। কেহ গাহিত, কেহ বাজাইত, আমি কেবল সমজদার শ্রোতার ন্যায় ঘাড় নাড়িয়া যাইতাম। সেই বৈঠকের এই

কার্য্যটার ভার বিশেষভাবেই আমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম—এ বিষয়ে আমার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। হায়! অন্যান্য বিষয়েও যদি তাহাই হইত!

মিস্ রায় গান শেষ করিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন "মিঃ মিত্র, গানটা ভাল লাগিল ত?" আমি রাগ-রাগিনী এবং তাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও, গীতটীর প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা জুড়িয়া দিতাম, কিন্তু সে সমালোচনার শেষ না শুনিয়াই মিস্ রায় আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে অন্য গান আরম্ভ করিতেন। আমি আমার সমালোচনায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া যদিও বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইতাম, তথাপি তাঁহার প্রতি আমার বিশেষ রকম শ্রদ্ধার জোরে মনে করিতাম—"নিজের প্রশংসা শুনিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমার সমালোচনা শেষ হইবার আগেই মিস্ রায় গান আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাছে আমি এই বাধা প্রাপ্তির জন্য কোনরূপ অপমান বোধ করি, সেই জন্য আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে গান আরম্ভ করিলেন"। তখন কি জানিতাম যে আমি তাঁহার নিকট অতি নগণ্য ছিলাম। বাধা-প্রাপ্তির অপমান ভুলিয়া গিয়া আমি তাঁহার সেই চাহনি, সেই হাসি, সেই গান গাহিবার বিশেষ-ভঙ্গিটী তন্ময় হইয়া দেখিতাম। তখন যদি আমার মাথায় একটা আস্ত কড়িকাঠও খসিয়া পড়িত, বোধ হয় আমার সান হইত না।

ঘোষ, ব্যানার্জ্জি, দত্ত, দে প্রভৃতি অনেকেই এই সভার নিয়মিত সভ্য ছিলেন। তন্মধ্যে মিঃ ঘোষকে আমি তেমন সুনজরে দেখিতাম না। লোকটা অতিরিক্ত রকম গায়ে-পড়া। মিস্ রায় যদিও তাহার প্রতি চাহিয়া হাসিতে হাসিতে গান করিতেন না, বা গীত সম্বন্ধে তাহার মতা-

মত জিজ্ঞাসা করিতেন না, তবু সে গায়ে পড়িয়া "Lovely, nice" (সুন্দর—অতি সুন্দর) প্রভৃতি এককথার সমালোচনা করিত এবং একেবারে গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইত, কখনও বা অবলীলাক্রমে কাঁধেও হাত দিত! মিস্ রায় তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না—ঘোষও সে অপমান আদৌ গ্রাহ্য করিত না। লোকটার অপমান-জ্ঞান ছিল না বলিলেই হয়!—অথচ সজীবতার যেন প্রতিমূর্ত্তি, চট্‌পটে বক্তা—তখনই এখান সেখান করিতেছে, তখনই কোন একটি বিষয়ে জোরের সহিত মতামত প্রকাশ করিতেছে, কিছু বলিবার আবশ্যক হইলে মিস্ রায়কে গান বন্ধ করিতে আদেশ করিয়া, নিজের কথাটা আগে বলিয়া লইতেছে—যেন তাহার জন্যই সব, সে কাহারও জন্য নহে। আমি তাহার সহিত খুব অল্পই কথা কহিতাম—তবে প্রকাশ্য অসদ্ভাব কিছু ছিল না।

আমার ইচ্ছা করিত আমিও ঐ ঘোষটার মত সঙ্কোচ-শূন্য হই, কিন্তু আজন্ম হিন্দু-সংসারের লজ্জাশীলতার মধ্যে পালিত হইয়া কোন মতেই তাহা পারিয়া উঠিতাম না। যত পারিতাম না ততই ঘোষের উপর রাগ হইত।

৩

মিস্ রায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের আর দুই চারি দিন বাকী। ঘর দুয়ার সাজাইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এখানে পাতা, ওখানে ফুল, সেখানে ছবি প্রভৃতি দ্বারা ঘর সাজান হইতেছে। মিস্ রায় এবং অন্যান্য সকলে স্বহস্তেই এই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন—চাকর-বাকরের সাজানো

পছন্দ হইতেছে না। মিস্ রায় একটি পাতার বৃত্ত রচনা করিতেছিলেন এবং মিঃ ঘোষ তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উপকরণ জোগাইতেছিল। যখন ফুল দরকার, ঘোষ তখনই ফুল হাতে হাজির, যখন যে পাতা দরকার তখনই ঘোষ সেই পাতা হাতে হাজির, যেন মিস্ রায়ের মনের কথা পাঠ করিয়া যখন যেটি চায় তখনই সেটি হাতে তুলিয়া আছে। এমন সময় আমি সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইবামাত্র ঘোষ তাহার চার্জ্জ আমাকে বুঝাইয়া দিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল—ডেপুটীগিরির চার্জ্জ নহে, ফুল জোগান্-দেওয়ার চার্জ্জ। পদে পদে আমার ভুল হইতে লাগিল—মিস্ রায়ের যখন ফুলের দরকার, তখন হয়ত পাতা তুলিয়া ধরি এবং যখন পাতার দরকার তখন হয়ত ফুল তুলিয়া ধরি ; আর বারম্বার এই ভুলের জন্য মিস্ রায়ের কলহাস্য কক্ষ মুখরিত করিয়া দেয়। আমি অপ্রস্তুত—হইয়া ভুলসংশোধন করিতে গিয়া, তাড়াতাড়িতে আর একটি ভুল করিয়া বসি।

বৃত্ত-রচনা শেষ হইয়া একটি ফুল বাঁচিল ; মিস্ রায় মৃদু হাসিয়া আমার পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ আমার বুকে সেটি গুঁজিয়া দিলেন। ঘোষ তখন সেই কক্ষ দিয়া অপর এক কক্ষে যাইতেছিল ; বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে তাহার বুকে পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ কোন ফুল গোঁজা নাই। আমার এমন এক-চেটিয়া সৌভাগ্যটি পাকে-প্রকারে ঘোষকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। সিগারেট চাহিবার অছিলায় তাহাকে ডাকিলাম এবং নিকটে আসিলে তাহার দিকে ফিরিয়া, বুক চিতাইয়া তাহার নিকট হইতে সিগারেট লইলাম। ঘোষেরও ফুল-টির উপর নজর পড়িল—বলিল "Miss Ray, the thief has stolen one of your flowers. He should be punished under

section 379 I. P. C." (কুমারী রায় ! চোরে আপনার একটি ফুল চুরি করিয়াছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারা অনুসারে তাহার শাস্তি হওয়া উচিত।) মিস্ রায় হাসিয়া উত্তর করিলেন "No, No, he had got it from me as a present for his kind assistance" (না, না, তিনি আমাকে সাহায্য করার বিনিময়ে আমার নিকট উপহার স্বরূপ পাইয়াছেন।)

ঘোষ ভ্রূদ্বয় উত্তোলন করিয়া কহিল "Oh! is it so? I envy you, lucky man." (ওঃ, তাই নাকি? ভাগ্যবান্! আমার যে আপনার উপর হিংসা হইতেছে।)

মিস্ রায়ের উপহার প্রাপ্ত হইয়া এবং সেই সৌভাগ্য-বার্ত্তায় ঘোষের হিংসা উৎপাদন করিয়া, আনন্দমনে বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

8

ভোর-রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম—যেন মিস্ রায়ের সহিত আমার মালা-বদল হইতেছে—এবং মিঃ ঘোষ দূরে দাঁড়াইয়া ঈর্ষাপূর্ণ-নয়নে সেই দৃশ্য দেখিতেছে।

মিস্ রায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর যেন বিবাহ নহে, বিবাহ যেন মিস্ রায়েরই। আলোক, সঙ্গীত, সুগন্ধ এবং হাস্যে গৃহ মুখরিত, কেবল মুখর ঘোষ চুপ।

নববধূবেশের ঔজ্জ্বল্যে মিস্ রায়ের সৌন্দর্য্য যেন দ্বিগুণিত হইয়াছে। নয়ন দিয়া সেই সৌন্দর্য্য পান করিতেছি, এমন সময় মিস্ রায় যেন নীচুস্বরে আমাকে বলিলেন, "কাল তোমার বুকে যখন ফুল

গুঁজিয়া দিয়াছিলাম, তখনও কি বুঝিতে পারিয়াছিলে—যে আমি ফুলের সঙ্গে কতটা ভালবাসা তোমাকে দিয়াছিলাম?” আমি একগাল আনন্দের হাসি হাসিয়া ফেলিলাম।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চোখ চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে। শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। নিদ্রাভঙ্গের পর হইতেই দারুণ উদ্বেগ আমার হৃদয় অধিকার করিল। একবার মনে হইতে লাগিল যে ইহাও কি কখন সম্ভব? Dreams are without foundation. (স্বপ্ন সকল অমূলক) পরক্ষণেই মনে হইতে লাগিল বাস্তব-ঘটনার সহিত যখন এই স্বপ্নের এত সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে—বিশেষতঃ ইহা যখন প্রভাতের স্বপ্ন, তখন বোধ হয় বিধাতা আমার বিপত্নীক-জীবনের ভাবী সুখের পূর্ব্বাভাস এই প্রভাত-স্বপ্নের দ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং আমাকে প্রস্তুত হইতে ইঙ্গিত করিতেছেন। নতুবা সমস্ত রাত্রি পার করিয়া ঠিক প্রভাতেই এমন স্বপ্ন দেখিব কেন? বিশেষতঃ এরূপ ঘটনা ঘটাও একেবারে অসম্ভব নয়।

যাহা হউক—নিয়মিত ভাবে কাছারী গেলাম, কাছারী হইতে বাটী আসিলাম, আহার করিলাম; কিন্তু ঐ প্রভাত-স্বপ্নের মোহ কাটিল না। একটা প্রেমের পুলক যেন সারাটা দিন আমাকে ঘিরিয়া রহিল। নিয়মিত-কার্য্য যেন কলের মত করিলাম। কিন্তু কি কি করিলাম—কেহ জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই তাহার সঠিক হিসাব দিতে পারিতাম না।

সন্ধ্যার সময় উপযুক্ত বেশ-ভূষা করিয়া, বুকে সেই বাসি ফুলটি গুঁজিয়া রায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ঘোষ আমার পূর্ব্বেই তথায় হাজির হইয়া—গানে, রসিকতায় আসর মাতাইয়া তুলি-

য়াছে। ঘোষ গাহিতেছিল “সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি।” মিস্ রায়ের গৃহে তাহার এই মমত্ব আরোপ আমার আদৌ পছন্দ হইল না। আমি একটু রসিকতার স্বরে কহিলাম “Better say—(বরং বলুন) সুন্দর রায়-গৃহে।” ঘোষ একটু মৃদু হাসিয়া, সেইরূপ সংশোধন করিয়াই গাহিতে লাগিল। স্বরের মনোহারীত্বে সে সকলকে মুগ্ধ করিল এবং সকলের অবিসম্বাদিত প্রশংসা কুড়াইতে লাগিল—ভদ্রতার খাতিরেও আমি ঘোষের প্রশংসায় যোগ দিতে পারিলাম না!

স্বপ্নের মোহ আমার তখনও কাটে নাই; সেদিন মিস্ রায়ের গৃহ এবং মিস্ রায়কে যেন বেশী করিয়া আপনার বোধ হইতেছিল—যেন ঐ প্রভাত-স্বপ্নের জোরে মিস্ রায়ের উপর,—তাহার বাটীর উপর আমার কেমন একটি স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। চাকর-বাকরকে তাই আজ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোরের সহিত হুকুম করিতে লাগিলাম, নিজেকে রায়-পরিবারের আপনার লোক ভাবিয়া আগন্তুকগণকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল—যদি গাহিতে পারিতাম তবে ‘সুন্দর মম গৃহে’ গানটী যেন আমারই গেয় ছিল।

ঘরটা ক্রমে পাত্‌লা হইয়া গিয়াছিল, দুই চারি জন দূরে ব্রিজ খেলিতেছিল এবং কদাচিৎ দুই একজন সেই কক্ষ দিয়া কক্ষান্তরে গমনাগমন করিতেছিল।

মিস্ রায় আনন্দের ঝোঁকে তন্ময় হইয়া তখনও গানের জের চালাইতেছিলেন—শ্রোতা একমাত্র আমি। আমার মনে হইতে লাগিল—আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই তিনি এখনও গাহিয়া চলিয়াছেন। তাই ভদ্রতা করিয়া বলিলাম “তুমি—আপনি, বোধ হয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—এখন একটু বিশ্রাম করিলে ভাল হয়।

কথার আওয়াজে মিস্ রায়ের তন্ময়ত্ব ভাঙ্গিল, চাহিয়া দেখিলেন শ্রোতা আমি ব্যতীত আর কেহ নাই; গান বন্ধ করিয়া টুল ছাড়িয়া উঠিলেন। চলিয়া যায় দেখিয়া এবং কক্ষ এমন জনশূন্য আর পাওয়া না যাইতেও পারে ভাবিয়া, আমি প্রেম-গদগদস্বরে ডাকিলাম "মিস্ রায়!" মিস্ রায় যেন এতক্ষণ পরে আমাকে লক্ষ্য করিলেন, আমার পানে ভাল করিয়া চাহিতেই সেই শুষ্ক ফুলটীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিলেন "কালিকার সেই ফুলটা নাকি ?

"হাঁ। দুঃখের বিষয় ফুল চিরকাল তাজা থাকে না, নতুবা চিরকাল এই ফুল এমনি করিয়াই বুকে ধারণ করিতাম। আজ এই শুভদিনে ফুল অপেক্ষা স্থায়ী একটি জিনিষ আপনাকে উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা করি"—বলিতে বলিতে অঙ্গুলি হইতে "Remember me" (আমায় মনে রাখিও) লেখা একটি অঙ্গুরী খুলিয়া, সাহস সঞ্চয় করিয়া তাঁহার অঙ্গুলিতে পরাইতে গেলাম।

ভ্রূকুটির সহিত মিস্ রায় উত্তর করিলেন "আপনি কি জানেন না যে আমি engaged ? (বাগ্‌দত্তা) আংটি উপহার লইবার অধিকার আমার নাই।"

"Engaged !", (বাগ্‌দত্তা) দুই হাত পিছাইয়া গেলাম। সত্য হইলেও, কথাটার সত্যতা যেন চট্ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। প্রশ্ন করিলাম "কাহার সহিত জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

"With Mr. Ghosh", (মিষ্টার ঘোষের সহিত) বলিয়াই মিস্ রায় গট্ গট্ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

"Mr. Ghosh !" (মিষ্টার ঘোষ !) মনের অবস্থাটা যে কি হইল তাহা গুছাইয়া বুঝাইয়া বলিতে পারি না। একে ত মিস্ রায়ের প্রত্যাখ্যান, তাও আবার সেই হতভাগা ঘোষটার সহিত engaged, (বাগ্‌দত্তা) বলিয়া ?"

হা—মা খনা ! তোমার বচনগুলি কি এমনই অসার ? কেন মা হতভাগ্য বাঙ্গালী-সন্তানকে প্রতারণা করিবার জন্য তোমার পাণ্ডিত্য ফলাইয়াছিলে ?

প্রভাত-স্বপ্নের মোহ ভাঙ্গিল। অতিরিক্ত রকম লজ্জিত হইয়া বিবাহ-সভা হইতে গোপনে সরিয়া পড়িলাম !

ঘড়িওয়ালা।

১

স্বদেশীর ধূম যখন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে, তখন আমরা স্কুলের বোর্ডিংএ থাকিতাম। স্বদেশীর প্রকৃত কাজ অন্য লোকেই করিত; কিন্তু স্বদেশীর ভূতটা বিশেষরূপে যে আমাদেরই ঘাড়ে চাপিয়াছিল, এখন তাহা সংসারে "অন্নচিন্তা চমৎকারা"র কৃপায় বেশই বুঝি। তখন রাস্তায় বাহির হইতে হইলেই দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইতাম এবং স্বদেশীর নিশান স্বরূপ চাদর কাঁধে না লইয়া পাগড়ী করিয়া মাথায় বাঁধিতাম। চলিতে চলিতে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতাম এবং সাহেব দেখিলে তাহার কাছ ঘেঁষিয়া, ছাতি ফুলাইয়া চলিয়া যাইতাম। সেই চীৎকারে সাহেব যখন একবার মাত্র তাকাইয়া চলিয়া যাইত, তখন আমরা গর্ব্বভরে হাসিতে থাকিতাম; যেন সাহেবকে খুব জব্দ করা হইয়াছে, সে ভয়ে টঁ্যা ফোঁ করিতে পারিল না! লজ্জায় বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে!!

আমাদের সিক্‌সথ্ মাষ্টার (sixth master) ছিলেন আমাদের বোডিংএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। বয়স কম, নানা স্থানে চাকুরির চেষ্টা করিয়া পরিশেষে অতি অল্পবেতনে শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি স্বদেশী সম্বন্ধে আমাদের চেয়েও এক কাটী বাড়া। তিনি স্বদেশীর বক্তৃতা দিতেন; চটের মত পুরু এবং খাটো কাপড় পরিতেন, চুলগুলোকে কাকের বাসা করিয়া রাখিতেন। মোট কথা তিনি এমন করিয়া স্বদেশীর ছাপ গায়ে মারিয়াছিলেন যে তাঁহাকে দেখিলেই একটি মূর্ত্তিমান্ স্বদেশীওয়ালা বলিয়া মনে হইত। তাঁহার মত স্বদেশীর

সর্ব্বোচ্চস্তরে আমরা আরোহণ করিতে পারি নাই। মোটা কাপড় পরিতে আমরা অভ্যস্ত হই নাই। বিশেষ করিয়া আমি স্বদেশী মোটা কাপড় পরিতে পারিতাম না বলিয়া শান্তিপুরে বা ফরেসডাঙ্গার ধুতি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতাম। তথাচ মাষ্টার মহাশয় আমারও আদর্শ ছিলেন। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে, অন্যান্য সকলের মত আমার প্রাণ চাহিত না। বিশেষতঃ তাঁহার একদিনকার ব্যবহারে তাঁহার প্রতি, আমার আন্তরিক অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে। আজ সেই গল্পটিই পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

২

সে দিন রবিবার। সকাল-বেলার পাঠ সাঙ্গ করিয়া সকলে মিলিয়া গুলতান করিতেছি, এমন সময় একটি জীর্ণ পেণ্টুলানকোটপরিধায়ী এক সাহেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "Babu ! is there any watch for repair ?" (বাবু ! কাহারও ঘড়ি মেরামত করাইতে হইবে ?) ঘড়ি অনেকেরই খারাপ ছিল, কিন্তু সেই সাহেব দ্বারা মেরামত করাইতে হইলে, বিদেশীকে পয়সা দিতে হইবে বলিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "No" (না) আমার একটি সোনার ঘড়ি খারাপ হইয়াছিল, জুয়েল খুলিয়া লইবার ভয়ে স্থানীয় কোন দোকানে সেটি মেরামত করিতে দিই নাই। কলিকাতা আমাদের মধ্যে বড় একটা কেহ যাতায়াত করিত না যে কোন বিশ্বাসী দোকানে মেরামত করিতে দিব। আজ গৃহদ্বারে নিজে বসিয়া মেরামত করাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে দেখিয়া আমার ইচ্ছা হইল যে

ঘড়িটি সেই সাহেবকে দিয়াই মেরামত করাইয়া লই। সে ইচ্ছা সকলের নিকট ব্যক্ত করিলাম। সকলেই সমস্বরে আপত্তি করিয়া উঠিল, কিন্তু ঘড়িটি অন্য দোকানে মেরামত করিতে দিবার সম্বন্ধে আমার আপত্তি তাহাদিগকে বলায় কেহ কেহ সম্মতি দিল। আমি ঘড়িটি বাহির করিয়া সাহেবের হাতে দিয়া, কত লাগিবে জিজ্ঞাসা করিলাম। সাহেব বলিল "আগে ঘড়িটি খুলিয়া না দেখিলে বলিতে পারিব না।" সাহেব একটি বেঞ্চে বসিয়া তাহার যন্ত্রাদি বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমি ইত্যবসরে সাহেবকে একটু ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম তাহার মোটা মোটা আঙ্গুলগুলি যন্ত্রাদি খুঁজিবার সময় কাঁপিতেছে। সাহেবটির আকৃতি দেখিলে বোধ হয়, এককালে সে ভীষণ বলশালী ছিল, কিন্তু দুরন্ত ম্যালেরিয়া তাহার মোটা মোটা হাড়-গুলি ব্যতীত মাংসের চিহ্ন খুব কমই রাখিয়াছে। চুলগুলা সোজা ও লম্বা, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, কিন্তু ভয়ানক রকমের উজ্জ্বল। মুখমণ্ডল শ্মশ্রু গুম্ফে পরিপূর্ণ। সে একটি কাল সার্জ্জের স্যুট পরিধান করিয়াছিল, কিন্তু ধূলায় সেটির রং কটা হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে তাহার জীর্ণ-তার সাক্ষী স্বরূপ চৌকা তালি দেওয়া। হ্যাটটির সোলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। জুতাদ্বয়ের একটির অগ্রভাগ হাঁ করিয়া আছে এবং দুই পাটিই শত-তালিতে পূর্ণ, উভয়েরই তলভাগ হাফশুল এবং ত্রিশূলে শোভিত। তালিতে তালিতে জোড়া লাগিয়াই তাহা এখনও জুতা বলিয়া গণ্য। নতুবা তাহার জুতা-জন্মের অবসান কোন্ দিন হইয়া যাইত।

লোকটা সাহেব হইলেও তাহার প্রতি আমার করুণার উদ্রেক হইতেছিল। কিন্তু তাহা প্রকাশ করিয়া সঙ্গীদিগকে বলিতে গেলেই

স্বদেশদ্রোহী প্রতিপন্ন হইব ভাবিয়া বলিতে সাহসে কুলাইল না। সাহেব ঘড়িটি খুলিয়া, দেখিয়া শুনিয়া বলিল "বাবু! ইহা অয়েল করা দরকার এবং হেয়ারস্প্রীংটি নূতন দিতে হইবে। বাবু আপনি জানেন—কেবল মাত্র অয়েল করিয়া দিলেই একটি টাকা পাওয়া যায়, তা'ছাড়া হেয়ার-স্প্রীংটি নূতন দিতে হইবে। বাবু! আমি বেশী চাহি না, আমার আজ-কার খরচের মত পুরাপুরি একটি টাকা দিবেন"।

৩

ঘড়ি-মেরামত শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত আমার সঙ্গীগণ, তখন দর-দস্তুর করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বলিল "সর্ব্বসমেত চারি আনা পাইবে"! কেহ মধ্যস্থতা করিয়া বলিল "আচ্ছা ছয় আনা হইল"। সকলেই দর সম্বন্ধে একটা না একটা মত জ্ঞাপন করিতে গিয়া মহা গোলযোগ করিয়া তুলিল এবং সে গোলযোগের মধ্যে কোন্‌টি যে শেষ দর তাহা বুঝিবার সামর্থ্য কাহারও রহিল না। আমি কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এরূপ অভদ্রভাবে সকলে মিলিয়া একটি লোককে বিরক্ত করা আমার ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু কিছু বলিবার উপায় নাই; বলিলেই স্বদেশদ্রোহী হইব! সাহেব শেষে মলিন-নয়নে আমার মুখের পানে চাহিল। আমি বলিলাম "আচ্ছা সাহেব মেরামত কর, সেজন্য কিছু আট্‌কাইবে না"। সাহেব আমাকে ধন্যবাদ দিয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। আমি এবং আমার সঙ্গে অনেকে তামাক টানিবার নিমিত্ত রান্নাঘরে ঠাকুরের নিকট গেলাম। বাকী সকলে কেহ বা মার্ব্বেল খেলিতে, কেহ বা কিছু করিতে সে স্থান ত্যাগ করিল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ঘড়িটি সেই বেঞ্চের উপর পড়িয়া আছে, সাহেব তাহার যন্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া চুপি চুপি পলাইতেছে। কারণ বুঝিতে পারিলাম না। ঘড়িটা তুলিয়া লইয়া দেখি তাহার নীচের দিকে টোল খাইয়া গিয়াছে এবং উপরকার ডায়েলটি বন্ধ হইতেছে না। এমন সময় আরও কয়েক জন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ব্যাপার দেখিয়া সাহেবকে ধরিতে ছুটিল। দুর্ব্বল সাহেব তখনও বোর্ডিংএর সীমানা অতিক্রম করিতে পারে নাই। বোর্ডারগণ সহজেই তাহাকে ধরিয়া আনিল। গোলমাল শুনিয়া স্বদেশীওয়ালা সিক্‌সথ্‌ মাষ্টার মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি সাহেবকে ইংরাজিতে বলিলেন "চোর! তুমি পলাইতে-ছিলে কেন?" সাহেবের শীর্ণ শ্বেত মুখ লাল হইয়া উঠিল, সাহেব ধীরে ধীরে বলিল "বাবু আমি চোরের কাজ কিছুই করি নাই। তবে আমার দুর্ব্বলতাবশতঃ হাত হইতে ঘড়িটি পড়িয়া গিয়া টোল খাইয়া গিয়াছে—এবং উপরকার ডায়েলটি লাগিতেছে না। তাহাও আমি মেরামত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার হাত কাঁপিতেছে বলিয়া পারিলাম না। ইহার ক্ষতিপূরণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে আমি করিতাম; কিন্তু তাহা যখন নাই তখন অগত্যা আমি চলিয়া যাইতে-ছিলাম। চুরি করিবার মতলব থাকিলে ঘড়ি শুদ্ধ লইয়া যাইতাম"। কিন্তু তাহার যুক্তিতে কেহই কর্ণপাত করিল না। সকলেই বলিল—"হয় ঘড়ি ঠিক করিয়া দাও, নয় উহা ঠিক করাইবার দাম দিয়া যাও"। সাহেব কাতর ভাবে বলিল "বাবু! দুইটিই যে আমার ক্ষমতার অতীত হইয়া পড়িয়াছে।"

মাষ্টার—"যদি মেরামত করিবার ক্ষমতা নাই—তবে মেরামত করিতে লইয়াছিলে কেন ?"

সাহেব—ক্ষমতা ছিল জানিতাম, কিন্তু এই একমাস ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া যে সে ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে—তাহা জানিতাম না।

মাষ্টার মহাশয় জোরে বলিয়া উঠিলেন "Liar" (মিথ্যাবাদী) ! সাহেব পুনরায় লাল হইয়া উঠিল কিন্তু ধীরে ধীরে বলিল "বাবু আমি মিথ্যাবাদী নহি। এখন আমি দৈন্যের চরম সীমায় উপনীত হইলেও এককালে আমার অবস্থা ভাল ছিল। আমি কলিকাতার মধ্যে একজন বিখ্যাত ঘড়িওয়ালা ছিলাম। কিন্তু—যাক্ সে কথায় আবশ্যক নাই। ঘড়ি মেরামতের কার্য্যে আমি বহু সার্টিফিকেট পাইয়াছি, কিন্তু এখন তাহা আমার সঙ্গে নাই বলিয়া আপনাকে দেখাইতে পারিতেছি না। আজ আমার সে ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ার কথা আমি নিজেই যদি জানিতাম, তবে কাহারও ঘড়ি মেরামত করিতে লইতাম না। একমাস শয্যাগত থাকায় সকল কর্ম্মের বাহির হইয়া পড়িয়াছি। বাবু ! অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন্, আমার ক্ষতিপূরণ দিবার ক্ষমতা নাই।"

কিন্তু ক্ষমতা নাই বলিলে ছাড়ে কে ? মাষ্টার মহাশয়ের হুকুমে ছাত্রগণ সাহেবের যন্ত্রাদির ঝুলিটি কাড়িয়া লইল এবং মাষ্টার মহাশয় বলিলেন "ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইহাই রাখিয়া যাও।"

সাহেব "Ah ! Babu, Now those are the only sources of my maintenance" (বাবু এইগুলিই আমার জীবিকার একমাত্র সম্বল।) বাবু আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমার যন্ত্রাদি আমাকে ফেরত দিন। একমাস কাল শয্যাগত ছিলাম—আজ পর্য্যন্ত পথ্য পাই

নাই, কেবলমাত্র আমার রুগ্ন কন্যা ও স্ত্রীর পথ্য সংগ্রহের জন্য একমাস পরে আজ প্রথম কার্য্যে বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু দেখিতেছি জগদীশ্বর আমার প্রতি বিরূপ, নতুবা হাত কাঁপিয়া যাওয়ায় আজ আমার স্ত্রী ও কন্যার ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযুক্ত একটি মাত্র টাকা সংগ্রহে অক্ষম হইব কেন? বাবু! আমার কন্যাকে আমি মৃত্যুমুখে রাখিয়া আসিয়াছি। ডাক্তার বলিয়াছে প্রত্যহ তাহাকে মুরগীর ঝোল এবং ব্রাণ্ডি দিতে না পারিলে সে কেবলমাত্র দুর্ব্বলতার জন্য মারা যাইবে। সে আমার only daughter, বাবু only daughter।" (একমাত্র কন্যা) ঝর ঝর করিয়া সাহেবের সেই কোটরগত নেত্রদ্বয় হইতে জল ঝরিতে লাগিল।

৪

আমরা বাঙ্গালী-সন্তান,—সাহেবদের সম্বন্ধে কত অদ্ভুত কল্পনা করিয়া থাকি, তাহাদের সম্বন্ধে কত অদ্ভুত ধারণা পোষণ করি। তাহাদের সন্তানেরা বড় হইয়া আর পিতা-মাতার খোঁজ খবর লয় না বলিয়া, আমরা তাহাদের মধ্যে পিতৃমাতৃভক্তির অভাব দেখি এবং সেই কারণেই তাহাদের জনক-জননীর সন্তানস্নেহ পূর্ণতা লাভ করে না মনে করি। কারণ তাহারা পূর্ব্ব হইতেই জানে যে সন্তান-সন্ততি বড় হইলেই তাহাদের সকল সংশ্রব, সকল মায়া কাটাইবে। আজ দেখিলাম পিতা সবই সমান। —কি ইংরাজ, কি মুসলমান, কি বাঙ্গালী, পিতৃস্নেহ-সম্পদে সকলেই সমান ঐশ্বর্য্যবান্। সাহেবের অশ্রুবর্ষণ দেখিয়া আমারও চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

স্বদেশীওয়ালা মাষ্টার মহাশয় কিন্তু বিদেশীয়ের সেই কাতরতায় বিন্দু-মাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি রূঢ়-স্বরে বলিলেন "ও সব মায়া-

কান্না রাখিয়া এখান হইতে চলিয়া যাও", বলিয়াই সাহেবকে জোরে এক ধাক্কা দিলেন। দুর্ব্বল সাহেব সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল, পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল "God bless you Babu" (বাবু, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন), বলিয়াই কাতর-নয়নে যন্ত্রের ঝুলিটির প্রতি একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

আমার মনে কি যন্ত্রণা উপস্থিত হইল তাহা গুছাইয়া বলিতে পারি না। মনে হইতেছিল হায়! যদি যন্ত্রের থলিটা কোনরূপে মাষ্টার মহাশয়ের ঘর হইতে চুরি করিতে পারি, তবে সাহেবের একমাত্র জীবিকার্জ্জনের উপায়টি তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া আসি। কিন্তু তাহা অসম্ভব। মাষ্টার মহাশয় বড় কড়া লোক। বিশেষতঃ ছাত্রেরা তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত,—অন্ততঃ আমি ত করিতাম।

ঘড়ি আমার,—ক্ষতিস্বীকার করিতে আমি সম্পূর্ণ রাজী আছি, কিন্তু হইলে কি হয়, মাষ্টারকে কি সে কথা বলিবার উপায় আছে? মাষ্টারের রাগ সাহেবদের উপর। কিন্তু একটি বড়গোছ সাহেবকে তো কখন কিছু বলিতে শুনিলাম না। এই চুনোপুঁটি সাহেবকে মারিয়া তাঁহার গায়ের জ্বালা যে কি পরিমাণ মিটিল তাহা ভগবানই জানেন।

ঘড়িটাকে তখন আমি আমার একটি কলঙ্কস্বরূপ বিবেচনা করিতে-ছিলাম। ঘড়িটার জন্যই নিরীহ সাহেবটির আজ এ দুর্দ্দশা হইল। তাহার মরণোন্মুখী কন্যার যদি মৃত্যু হয় তবে তাহার জন্যও যেন আমি দায়ী বলিয়া মনে হইতেছিল। কলঙ্কের সাক্ষিস্বরূপ ঘড়িটাকে বাজারে চল্লিশ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। ভাবিলাম না, তাহার জন্য আমার পিতার নিকট আমাকে কত লাঞ্ছিত হইতে হইবে। সেই টাকা

কয়টি লইয়া সাহেবের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। লোকের নিকট বহুকষ্টে তাহার বাটীর ঠিকানার সন্ধান লইয়াছিলাম। দেখিলাম তাহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে এবং সাহেব তাহাকে "সকলই ঈশ্বরের হাত"-যুক্তি দিয়া সান্ত্বনা দিতেছে। আমার মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে হইল সাহেবের রুগ্না কন্যা নিশ্চয়ই মারা গিয়াছে।

আমি অতি সন্তর্পণে তথায় প্রবেশ করিলাম। আমাকে কেহই দেখিতে পাইল না। আমি পশ্চাৎ হইতেই ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম "সাহেব তোমার কন্যা কেমন আছে?" সাহেব তাহার কন্যাকে দেখাইয়া বলিল "বাবু! ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিয়াও একটু মুরগীর ঝোল এবং ব্রাণ্ডি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।" কন্যাকে দেখিয়াই বুঝিলাম সে মৃতা। সামান্য সুরুয়া ও একটু ভাইনাম গ্যালিসিয়া যথা সময়ে না পাওয়াই সে মৃত্যুর কারণ; আর উপলক্ষ্য আমি। আমারই ঘড়ি মেরামত করিতে গিয়া তাহার মুরগীর ঝোল এবং ব্রাণ্ডি সংগ্রহের উপযোগী অর্থ সংগ্রহে বাধা পড়িয়াছে। টাকা চল্লিশটি বাহির করিয়া সাহেবকে বলিলাম "সাহেব! তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা আদৌ আমার অভিপ্রেত ছিল না। তথাপি মৌন থাকিতে বাধ্য হইয়া আমাকে সেই সমস্ত দুর্ব্ব্যবহারের সমর্থন করিতে হইয়াছে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ইহা—" টাকা কয়টি দিতে গেলাম। আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কৃতজ্ঞতা ব্যঞ্জক স্বরে সাহেব বলিল "God bless you my dear boy" (প্রিয় বালক! ভগবান আপনার মঙ্গল করুন)। কিন্তু কোন ক্রমেই টাকা কয়টি লওয়াইতে পারিলাম না।

জীবন্মৃত

১

গ্রহাচার্য্য মহাশয় আমার কোষ্ঠী দেখিয়া মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়া-গেলেন, যে এবৎসরটা আমার কোষ্ঠীতে "ত্রিপাপ-সপ্তশূন্য" যোগ রহিয়াছে অর্থাৎ ফাঁড়াটা এমন কঠিন যে এবৎসরটা পার হইব কিনা সন্দেহ! শুনিয়া মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বহুবার বহু গ্রহাচার্য্য কোষ্ঠী দেখিয়া রঙ-বেরঙের ফাঁড়ার উল্লেখ করিয়াছেন এবং মাতাঠাকুরাণীর নিয়োগ-ক্রমে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়াছেন, আর আমিও নির্ব্বিবাদে আমার পৈতৃক জীবনটা ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি। কিন্তু শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ফলে কি আমারই শুভাদৃষ্ট বশতঃ আমি আজ পর্য্যন্ত আমার পৈতৃক জীবনটাকে ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছি, অনেক ভাবিয়াও তাহার একটা নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি নাই। কখনও মনে হয়, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ফলেই কোন প্রকার বিপদ ঘটিল না, কখনও মনে হয়, "হাঃ, ও সব গ্রহাচার্য্যদের পয়সা আদায় করিবার একটা ফাঁকি। আমি আমার শুভা-দৃষ্টক্রমেই বাঁচিয়া আছি।" কিন্তু তথাচ শুভ-শান্তির খরচ দিবার সময় বিনা-আপত্তিতে তাহা দিতাম এবং যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে শান্তি সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতাম ;—পাছে কোন প্রকার অঙ্গহানি বা অক্রিয়া দ্বারা জীবনে কিছু বিঘ্ন ঘটে। নিজের জীবনটা এমনি প্রিয়, যে জীবনহানি সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিলে, ঠিক বিশ্বাস না করিয়াও সে সম্বন্ধে অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লোকে কুণ্ঠিত হয় না—আমিও হইতাম না।

কোষ্ঠীতে এইরূপ আস্থা-স্থাপন আমরা বংশপরম্পরায় স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আমার স্ত্রী পাঁচ সাত বৎসর আমাদের এই আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়াও কোষ্ঠীর ফলে বিশ্বাস করিত না। কারণ তাহার প্রকৃতি সাধারণের তুলনায় অনেকটা স্বতন্ত্র ছিল। যেটা করিতে নিষেধ করা হইবে, সেটা তাহার সর্ব্বাগ্রেই করা চাই। আমাকে মনঃকষ্ট দিয়া সে যেন একটা বিশেষ রকমের আনন্দ অনুভব করিত। কেন করিত—তাহা তাহার এবং আমার উভয়েরই অজ্ঞাত ছিল। যখন মেজাজ ভাল থাকিত তখন জিজ্ঞাসা করিলে স্বীকার করিত, যে কি কারণে যে সে অমন করে, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। কিন্তু তখন কেমন একটা জেদ চড়িয়া যায় এবং কোনক্রমেই আমার প্রতিকূলতাচরণে বিরত হইতে পারে না। বিন্দু যে লোক মন্দ ছিল এমন কথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়. কারণ অসুখে বিসুখে তাহার অক্লান্ত সেবা এবং বৈষয়িক ও সাংসারিক বিপদে তাহার আন্তরিক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি। কিন্তু যখন তাহার মেজাজ ভাল থাকিত না, তখন ভাল কথা ভাল ভাবে বুঝাইতে গেলেও উল্টা বুঝিয়া—এমন কি সঠিক বুঝিয়াও বিদ্রোহাচরণ করিত। আবার মেজাজ সুপ্রসন্ন হইলে, সে অপরাধ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তবে এই বিদ্রোহাচরণের মাত্রা সময় সময় এতদূর চড়িত যে আমার ধৈর্য্য রাখা কঠিন হইয়া উঠিত ; ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া যদি দুই চারিটি রূঢ় প্রত্যুত্তর প্রদান করিতাম, তবে এক মাস বা ততোধিক কাল পর্য্যন্ত বাক্যালাপ বন্ধ থাকিত এবং যে পরিমাণে সাধ্য সাধনা করিতে হইত তাহাতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতাম, যে ন্যায় অন্যায় যাহাই করুক আর কখনও অমন উত্তর দিব না।

২

কোষ্ঠীর সুফল শুনিয়া উল্লসিত এবং কুফল শুনিয়া বিষাদিত হইলেও আমি লোকটা একেবারে মূর্খ ছিলাম না। তাহার প্রমাণ আমি "প্রবাসী" ও "অলৌকিক-রহস্য" নামক মাসিকপত্রিকা-দ্বয়ের গ্রাহক ছিলাম। প্রবাসীর অজন্তাগুহার নীরস-বিবরণ বা বৈজ্ঞানিক-আলোচনা বা প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি ভাল না লাগিলেও অর্থাৎ বুঝিতে না পারিলেও ছোটগল্প এবং কবিতাকয়টি আগ্রহের সহিত পড়িতাম। কিন্তু অলৌকিক-রহস্যের সকল রহস্যই আমার ভাল লাগিত; কারণ প্রেতাত্মার অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে লেখক যেমন বুঝাইতে চাহিতেন তেমনি বুঝিতাম। অলৌকিক ক্রিয়ার যৌক্তিকতা খুঁজিবার আবশ্যক হইত না সুতরাং ভাবিবারও বিশেষ কিছু ছিল না, তবে একটা ভাবনা আপনা আপনি মনে উদয় হইত, যে একা ঘরে কি করিয়া শয়ন করিব বা একা পথে কি করিয়া চলিব! এই সাহিত্য-চর্চ্চার ফলে সন্ধ্যার পর একা বাহির হইবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল; রাত্রি অন্ধকার হইলে দুই তিনজনের সঙ্গে বাহির হইতেও গা'টা ছম্ ছম্ করিত এবং তামাসা করিয়া যদি কেহ অকস্মাৎ "ওরে বাবা" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিত তবে আমিও "ওরে বাবা" শব্দে যাহাকে সম্মুখে পাইতাম তাহাকেই জাপ্টাইয়া ধরিতাম। এই প্রকার ভূতের ভয়ের জন্য মনে মনে লজ্জিত হইতাম। কিন্তু লজ্জার খাতিরে কে কবে ভূতের ভয় ত্যাগ করিতে পারিয়াছে?

ত্রিপাপ-সপ্তশূন্যের ভয়ে সশঙ্ক হইয়া গোটা বৎসরটা কাটাইলাম, আর একটি দিন মাত্র ভালয় ভালয় কাটাইতে পারিলেই বুঝিব যে, এখনও কয়েক বৎসর নির্ব্বিবাদে জীবনটা ভোগ করিতে পারিব।

শেষ দিনটি আসিল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিবামাত্রই ছ্যাৎ করিয়া মনে হইল যে সেটা আমার শেষ দিন। ভগবানের নিকট যুক্তকরে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিলাম, "হে ভগবান্ আজিকার দিনটা আমায় কোন রকমে ঠেলে-গুঁজে পার করে দাও, তাহলেই আরও কয়টা বৎসর বেঁচে নিতে পাই।" সারা সকালটা মনটা ভার রহিল, কেবলই মনে হইতে লাগিল যে আজ বুঝি আর নিরাপদে কাটিবে না। হয়ত সিঁড়ির ধারে একটা সাপ আমার জন্য মাথা গুঁজিয়া লুকাইয়া আছে, নয়ত হঠাৎ বা Appoplexy বা cholera দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কিংবা Heart fail করিয়া মৃত্যুর কবলিত হইব। যত রকমে মানুষের মৃত্যু হয় জানিতাম সেই সব রকমের জন্যই যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করিলাম। —গাড়ীর চাকা খুলিয়া বা ঘোড়া ভড়কাইয়া পাছে গাড়ীচাপা পড়িয়া মরি তাই সেদিন গাড়ী চাপিলাম না, এমন কি অন্যগাড়ী পাছে ঘাড়ে আসিয়া পড়ে সেই ভয়ে বাটীরও বাহির হইলাম না। যদি জল-গ্লাসটাও বিষাক্ত হইয়া থাকে এই ভয়ে প্রথমে এক চুমুক খাইয়া কিছুক্ষণের জন্য গ্লাসটি রাখিয়া দিলাম, পরে বিষের ক্রিয়া যখন আরম্ভ হইল না বুঝিলাম তখন জল পান করিলাম। তবে নিশ্চিত কিছু বোঝাও সঙ্কট হইয়া উঠিল, কারণ শরীর রীতিমত সুস্থ থাকিতেও মনে হইতে লাগিল গা'টা বুঝি কেমন কেমন করিতেছে।

৩

বেলা প্রায় ৮ টার সময় পিয়ন কতকগুলি চিঠি এবং এক খণ্ড অলৌকিক রহস্য দিয়া গেল। আজ অলৌকিক-রহস্যের প্রাপ্তিটাকে অশুভ বলিয়া

মনে হইল। জীবনের এই শেষ দিনে ভূতুড়ে মাসিকপত্রিকা হস্তগত হইতে দেখিয়া মনে হইল বুঝি বিধাতা এমন দিনে এই ভূতুড়ে পত্রিকার আগমন দ্বারা আমার পরমায়ু শেষের ইঙ্গিত করিতেছেন। পড়িতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পড়িব না পড়িব না ভাবিতে ভাবিতেই দুই চারি পৃষ্ঠা—ক্রমে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলিলাম,—ফলে প্রেতাত্মার চিন্তায় মাথাটা পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং এমনও মনে হইতে লাগিল, যে হয়ত কোনপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত বা সর্পাদি কর্ত্তৃক দংশিত না হইয়াও প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইব। রাত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আহার করিয়া শয়ন করিলাম এবং সারারাত্রি সতর্কভাবে জাগিয়া থাকিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। মশারিটি ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিলাম—যাহাতে সর্প বা কোনপ্রকার কীট-পতঙ্গাদি শয্যার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। তথাপি মনে হইল—"ইহাতে কি নিয়তি রোধ করিতে পারিব? যদি তাহা হইত তবে লক্ষ্মীন্দ্রের লোহার বাসর-ঘরে সূচ পরিমাণ ছিদ্র রহিয়া যাইত না। যাহা হৌক মশারিটি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, যে উহা ভালভাবে গোঁজা হইয়াছে কিনা এবং কোন কিছু ভিতরে রহিয়া গেল কিনা?

আমার এইরূপ ভীতিতে বিন্দু ঠাট্টা করিত এবং আমার স্ত্রীলোক হইয়া জন্মান উচিত ছিল এইরূপ মতামত প্রকাশ করিত। সেই জন্য আমার এই সমস্ত ভাবনা ঘুণাক্ষরেও তাহার নিকট প্রকাশ করি নাই, এমন কি আজ যে আমার শেষ দিন তাহাও তাহাকে জানাইতে লজ্জা-বোধ করিয়াছিলাম।

৪

ছেলেটি শুইয়া অবধি কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিন্দু নানাপ্রকারে

তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া যখন পারিল না তখন প্রহার আরম্ভ করিল। ক্রমে কান্না এবং প্রহার উভয়ই দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। যখন নিজের ভাবনায় মরিতেছি, তখন বিন্দুর এই প্রহার ও ভৎর্সনা এবং সন্তানের এই চীৎকার আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইল। বিরক্তির স্বরে বিন্দুকে বলিলাম "কেন ছেলেটাকে মেরে খুন ক'চ্ছ ?" বিন্দুর মেজাজের সেই অবস্থায় আমার এই বিরক্তির স্বর দাবানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল। সে কহিল "বেশ ক'র্ব্ব, মারব, তোমার কি ? আমাকে মানুষ ক'রতে হ'লে আমি মারব, যা ইচ্ছা হয় ক'রব। তোমার পছন্দ না হয়, এই নাও তোমার ছেলে—তুমি মানুষ কর, আমি মারতেও আস্‌ব না, কিছু ব'লতেও আস্‌ব না" বলিয়া ছেলেটাকে ঢিপ করিয়া আমার গায়ের উপর ফেলিয়া দিল। আমি কতকটা তামাসা—কতকটা খোঁটা দিবার স্বরে বলিলাম, "তাহ'লে ছেলেকে অনেক লোকে গিনি দিয়ে দেখেছে সে সব গিনিগুলো আমাকে দাও।"

যেমন বলা অমনি বিন্দুর উঠা এবং বাক্‌স হইতে কয়েকটা গিনি বাহির করিয়া বিছানায় ছড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া! সর্ব্বনাশ! আমার অত্তযত্ন করিয়া গোঁজা মশারি আলু থালু করিয়া দিল!

শুধু গিনি দিয়াই কিছু ক্ষান্ত হইল না। "নামের মহিমা নাম করায় স্মরণ",—গিনির কথাতে আমার প্রদত্ত গহনার কথাও মনে পড়িল এবং অকস্মাৎ—'নোয়া', ব্যতীত সমস্ত অলঙ্কার নিজ গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া বিছানার উপরে ফেলিতে লাগিল। আমার মন আবার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। অলৌকিক-রহস্যের প্রাপ্তিতেও আমার বিশ্বাস হয় নাই দেখিয়া বিধাতা বুঝি এই অলঙ্কার-উন্মোচনের দ্বারা আবার ইঙ্গিত করিতেছেন, যে

আজ তোমার ত্রিপাপ-সপ্তশূন্যের ফলে তোমার স্ত্রীর বৈধব্য ঘটিবে অর্থাৎ আমি মরিব! নতুবা অকস্মাৎ আজ বিন্দু অলঙ্কার উন্মোচন করিবে কেন?

আমার মনের অবস্থা খুলিয়া বলিয়া বিন্দুকে গহনাগুলি পরিতে মাথার দিব্য দিলাম। কিন্তু তাহার স্বাভাবিক জেদের বশবর্ত্তী হইয়া সে কিছুতেই গহনাগুলি পরিল না। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল যে এমন নিদারুণ কথা শোনার পর গহনাগুলি খুলিয়া রাখা উচিত নহে—একথা সেও ভাবিতেছিল। কিন্তু জেদ খাটো হইবার লজ্জায় প্রবল ইচ্ছা সত্বেও কিছুতেই পরিতে পারিতেছিল না।

সাধ্য-সাধনায়, দুর্ভাবনায় ক্লান্ত হইয়া আমার তন্দ্রা আসিল, পুত্রটি ঘুমাইয়া পড়িল এবং বিন্দু পিছন ফিরিয়া শুইয়া রহিল।

৫

কিছুক্ষণ পরে ছ্যাৎ করিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ চাহিতেই বারান্দার দিকের খোলা জানালায় আমার নজর পড়িল—যেন দেখিলাম একটি প্রৌঢ় পুরুষমূর্ত্তি—অর্দ্ধপককেশ, সুবৃহৎ গুম্ফ, কোটরগত চক্ষু, গলায় তুলসীমালা, সেই জানালার সম্মুখে স্থির হইয়া আমাকে দেখিতেছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইল উহা একজন বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী লম্পটের মুখ, কারণ তাহার চোখে মুখে অতৃপ্তি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে বিন্দুকে জড়াইয়া ধরিতে যাইব,—এমন সময় আমার হাত পুত্রটির গায়ে লাগিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। অকস্মাৎ কাঁদিয়া

উঠাতেই আমার মনে হইল—আমি বুঝি মরিয়া গিয়াছি, তাই পুত্রটি কাঁদিয়া উঠিয়াছে এবং স্ত্রী অলঙ্কার উন্মোচন করিয়াছে। আমার কথা কহিবার এবং হস্তপদাদি সঞ্চালনের সামর্থ্য লোপ পাইল। যেন অশরীরী হইয়া দূরে দণ্ডায়মান হইয়া আমি আমার নিজের শবদেহ ও বিন্দুর বৈধব্যবেশ দেখিতে লাগিলাম এবং পুত্রের শোককাতর ক্রন্দন শুনিতে লাগিলাম। এমন সময় দেখিলাম যেন সেই প্রেতাত্মা আমার মৃতদেহ লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইল। দেহস্থ আত্মা দেহ হইতে বাহিরে আসিয়াছে তথাপি সেই প্রেতাত্মা শবটাকে কি জন্য উঠাইতে গেল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।—যাহা হউক সবশেষ হইয়া যায় দেখিয়া যেন আমি (অর্থাৎ আমার অশরীরী দেহ) আমার স্থূল মৃতদেহকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। সেই চেষ্টার ফলে আমার দেহটা নড়িয়া উঠিল। তখন বুঝিলাম যে এখনও আমি মরি নাই। তখন শেষ চেষ্টা স্বরূপ বিন্দুকে জড়াইয়া ধরিলাম। অমনি প্রেতাত্মা পুনরায় সেই জানালার গোড়ায় গিয়া দাঁড়াইল। জড়াইয়া ধরিবার ভঙ্গীতে বিন্দু বুঝিল আমি কোন কারণে অতিরিক্ত ভয় পাইয়াছি। পিছন ফিরিয়াই শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কিগো, অমন করছ কেন?"

আমি। বিন্দু, আমায় নিতে এসেছে!

বিন্দু। ও কি কথা গো! নিতে আবার কে আসবে?

আমি। ঐ দেখ যমদূত!

বিন্দু। কৈ?

আমি। ঐ জানালায়।

বিন্দু সেই দিকে চাহিল—বলিল "কৈ? কোথায় কি?"

আমি। ঐ যে দেখ্‌তে পাচ্ছ না, কাঁচাপাকাচুল, বড় বড় গোঁফ, বসা-বসা কালিপড়া চোখ, গলায় তুলসীমালা।

বিন্দু। তুমি ক্ষেপেছ নাকি? ও তোমার মনের ভয়। ঐ ভূতুড়ে-পত্রিকা পড়ে পড়ে ভয়ে তুমি ঐ সব স্বপ্ন দেখ্‌ছ।

আমি। এ স্বপ্ন নয় বিন্দু, চাক্ষুস দেখ্‌ছি।

আমার এই ভীতি-বিহ্বলতা দেখিয়া সাধ্বী বিন্দুর স্বর সহানুভূতি পূর্ণ হইয়া আসিল, কহিল "মিছে ওসব ভয় করোনা, আমার কাছথেকে তোমাকে নিয়ে যায় এমন সাধ্য কারো নেই।"

এই বলিয়া বিন্দু আমাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। জানালার পানে চাহিয়া দেখিলাম—সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে সেই মূর্ত্তি জানালা হইতে চলিয়া যাইতেছে এবং একটা অকৃতকার্য্যতার ভঙ্গী স্পষ্টভাবে তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পাখী ডাকিল, ভোর হইল, আমার ফাঁড়ার বৎসরও শেষ হইল এবং আমি সাধ্বী বিন্দুর কৃপায় এই ত্রিপাপ-সপ্তশূন্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম।

* * * * * *

আমার বাড়ীওয়ালার নিকট গতরাত্রির ঘটনা গল্প করিলাম। তিনি বলিলেন যে আমার বর্ণিত মূর্ত্তি তাহার পিতার আকৃতির অনুরূপ। লোকপরম্পরায় শুনিলাম,—তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও মদ্যাদি সেবন করিতেন এবং বেশ্যালয়েই প্রাণত্যাগ করেন। এইরূপ সাদৃশ্যে আশ্চর্য্য হইলাম কিন্তু কারণ বুঝিলাম না।

সত্যের আবরণ

১

জেরাল্ড্ হাইডেন্ লক্ষপতির সন্তান। কিন্তু ধনীর পুত্রগণ যেমন সাধারণতঃ পিতৃসঞ্চিত-ঐশ্বর্য্য ভোগে ক্ষয় করিয়া থাকেন, তিনি তাহা না করিয়া সেই সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য আরও বাড়াইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার নিয়মের এমন বাঁধাবাঁধি ছিল, যে প্রাত্যহিক কোন কাজে কোন দিন একচুল ইতর বিশেষ হইত না। তিনি সুপুরুষ ছিলেন এবং সচ্চরিত্র, দানী ও বিনয়ী বলিয়া সমাজে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এমন একটা বিমর্ষতার ভাব তাহার মুখে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, যে সেটা সকলেই লক্ষ্য করিতে পারিত। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিতেন "কৈ এমন ত কিছু নয়।" স্ত্রীকেও তিনি সর্ব্বপ্রকারে সুখে রাখিয়াছিলেন। তাহার সামান্যতম ইচ্ছাতেও তিনি বাধা দিয়া তাহার মনঃকষ্টের কারণ হইতেন না। স্ত্রী পেট্রিশিয়া হাইডেন্ও মধুর স্বভাবাপন্না ছিলেন; স্বামীকে সুখে রাখা যে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—একথা তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতেন না। মিশুক বলিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণের অন্ত ছিল না। কিন্তু তিনি সেই সমস্ত নিমন্ত্রণই গ্রহণ করিতেন, যেগুলি তাঁহার স্বামীর গৃহে অবস্থানকালীন সঙ্গদানে অন্তরায় হইত না। স্বামীও বাঁধা-নিয়মে অফিসে যাইতেন এবং বাটী ফিরিয়া আসিতেন; পেট্রিশিয়া সে সময় অবগত ছিলেন বলিয়া তৎপূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এমন একদিনও হইত না যে জেরাল্ড আফিস হইতে বাটী

ফিরিয়াছেন কিন্তু পেট্রিশিয়া বাটীতে নাই। তিনি যেমন গৃহস্থালীর বন্দোবস্তে নিপুণা তেমনি সামাজিক ছিলেন। কাহারো পীড়ার সংবাদ পাইলে আনন্দের সহিত তাহার সেবা করিতেন, এবং দরিদ্র হইলে নিজব্যয়ে তাঁহার পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন। তাই আমোদের নিমন্ত্রণ অপেক্ষা সেবা করিবার নিমন্ত্রণ তাঁহার অধিক জুটিত।

২

একদিন জেরাল্ড্ অফিস হইতে ফিরিলেন, কিন্তু পেট্রিশিয়াকে গৃহে দেখিতে পাইলেন না। বাঁধা নিয়মের এই ব্যতিক্রমে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শেষে বাট্লারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে হাঁসপাতালের একটি লোক আসিয়া আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে এবং তিনি সেইজন্য বার্ক লিভিংষ্টোনদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না বলিয়া আমাকে টেলিফোন দ্বারা তাঁহাদিগকে সংবাদ দিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পেট্রিশিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জেরাল্ড্ বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় তিনি পেট্রিশিয়ার বদনে একটি গভীর বিষাদের ছায়া লক্ষ্য করিলেন। পেট্রি-শিয়া জেরাল্ডের ভাবে তাঁহার প্রশ্ন বুঝিয়া উত্তর করিলেন "ও কিছু নয়। আমি চট্ করিয়া ভোজনের বেশ পরিধান করিয়া আসিয়া তোমার সহিত একত্রে ভোজন করিতেছি ; ভোজন করিতে করিতে হাঁসপাতালে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিব।"

যখন ভোজন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন পেট্রিশিয়া বলিলেন

"কতকগুলি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সবে ফিরিয়াছি, এমন সময় হাঁসপাতালের একটি লোক আসিয়া বলিল যে একটি যুবতী মোটর গাড়ী চাপা পড়িয়া আহত হইয়াছেন। যুবতীর যে নাম বলিল তাহা কখনও শুনি নাই, কিন্তু—"

জেরাল্ড্ কথা কাড়িয়া লইয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "কিন্তু তুমি গেলে"। এমন ভাবে এই কথাটা বলিলেন যেন এ সংবাদ পাইয়া পেট্রিশিয়া যে ছুটিবে তাহা তাঁহার বিশেষ জানা আছে।

পেট্রিশিয়া কহিলেন, "হাঁ নিশ্চয়ই আমি গেলাম। যখন আমি হাঁসপাতালে পৌঁছিলাম, তখন হাঁসপাতালের লোকেরা বলিল যে রোগিণী বোধ হয় অল্পক্ষণই বাঁচিবে। কারণ বাহিরে আঘাতের কোন গুরুতর চিহ্ন না থাকিলেও ভিতরের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রোগিণীর অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে, কিন্তু ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে গেলে বলিতেছে পেট্রিশিয়া ওগ্ডেন্ হাইডেনের সহিত সাক্ষাত না হইলে আমি ঔষধাদি গ্রহণ করিব না। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলাম আমার সহিত সাক্ষাত করিতে তাহার এত আগ্রহ কেন? নাম জিজ্ঞাসা করায় হাঁসপাতালের লোকেরা বলিল, "রোগিণীর নাম ক্যালভার্ট—জর্জ্জিয়া ক্যালভার্ট।"

জেরাল্ডের মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল, কিন্তু আলোর ছায়ায় পেট্রিশিয়া তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। পেট্রিশিয়া যখন ঘটনাটা বলিতেছিলেন, তখনই কি জানি কেন জর্জ্জিয়ার নামটাই কেবল জেরাল্ডের মনে উঠিতেছিল। যেই পেট্রিশিয়া নামটা উচ্চারণ করিলেন অমনি আর যেন জেরাল্ড সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি উঠিবার

উদ্যোগ করিলেন—কিন্তু বহু কষ্টে আত্মদমন করিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। পেট্রিশিয়া বলিতে লাগিলেন, "হাসপাতালের লোকেরা আমাকে রোগিণীর নিকট লইয়া গেল। দেখিলাম জগতের সৌন্দর্য্য গায়ে মাখিয়া যুবতী নির্জীব ভাবে শয়ন করিয়া আছে, অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণার চিহ্ন স্বরূপ কেবল মাঝে মাঝে বদন বিকৃত হইয়া উঠিতেছে এবং মস্তক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। আমাকে দেখিবামাত্রই যেন তাহার সকল যন্ত্রণা দূর হইল, ধীরে ধীরে কহিল, যে—সে তোমাকে ভালবাসে বলিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতে সাহস করিয়াছে। তাহার কথায় বুঝিলাম যে তুমি যখন অসুস্থ হইয়া সাউথ কোষ্টের একটি পল্লীতে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য যাও, তখন তাহার সহিত তোমার পরিচয় হয়। তাহাকে তোমার মনে পড়ে কি জেরী ?"

প্রশান্তভাবে জেরাল্ড্ উত্তর করিলেন "পড়ে।"

পেট্রিশিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন "তাহার কথার ভাবে বুঝিলাম সে সেইস্থানে তাহার পিতামহ দ্বারা পালিত হইত এবং সেই নির্জ্জন সাসেক্স-পল্লীতে সে জীবন্মৃত হইয়া বাস করিত। তোমার তথায় গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে জীবনের সুখ বা ভালবাসা কাহাকে বলে জানিত না। অদৃষ্টক্রমে তোমাদের একত্র অবস্থানের সুযোগ ঘটে এবং দিনের পর দিন সে তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে। তোমরা প্রায় প্রত্যহই হয় অশ্বা-রোহণে নয় পদব্রজে বেড়াইতে যাইতে—এসব তোমার মনে পড়ে ?"

জেরাল্ডের স্মৃতি তখন সেই শান্ত সাসেক্স-পল্লীকে বেষ্টন করিয়া ফিরিতেছিল—সেই কুঞ্জঘেরা কুটীর, সেই কুসুমকিঞ্জল্কসমা যুবতী, সেই গোলাপবাগে কত জ্যোৎস্নাসমুজ্জ্বল রাত্রি, বাক্যগর্ভ কত বাক্যহীন মুহূর্ত্ত,

শিরায় শিরায় কত তড়িৎ প্রবাহ,—পেট্রিশিয়ার প্রশ্নে তাহার সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল এবং মস্তকান্দোলিত করিয়া উত্তর দিলেন "মনে পড়ে।"—

পেট্রিশিয়া বলিতে লাগিলেন "সে বলিল তুমি কখন তাহাকে একটি প্রেমের কথাও বল নাই, তুমি কেবলমাত্র তাহার প্রতি সদয়-ব্যবহার করিতে এবং কার্য্যে তোমার সৎসাহসের পরিচয় দিতে। সে কিন্তু যৌবন-সুলভ অজ্ঞানতার বশে স্থির করিয়া লইয়াছিল যে তুমি তাহাকে ভালবাস এবং একদিন না একদিন মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিবে। সেই নির্জ্জীব-পল্লীতে বাস করিয়া, তোমার সঙ্গ প্রাপ্তিতে সেই সময় জীবনে প্রথম তাহার মনে হইয়াছিল, যে সে প্রকৃতই বাঁচিয়া আছে। তাহার জীবন ব্যর্থ নহে। তারপর একদিন রাত্রিতে তুমি তাহাকে জানাইলে যে তুমি তথা হইতে চলিয়া আসিতেছ এবং সত্বরেই তোমার বিবাহ হইবে।—আরও বলিয়াছিলে যে তোমার সেই নির্জ্জন-নির্ব্বাসন তাহার সঙ্গ প্রাপ্তিতে সুখকর হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেজন্য তুমি চিরজীবন তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তারপর সেখান হইতে তুমি চলিয়া আসিলে,—আমাদের বিবাহ হইল। কিন্তু জেরী! সেই বালিকার সুখ কাড়িয়া লইয়া আমরা ভোগ করিতেছি—এটা নিতান্ত হৃদয়হীন বলিয়া আমার মনে হইতেছে।"

এক প্রকার বিষাদপূর্ণ মৃদুহাস্যে জেরাল্ডের ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। পেট্রিশিয়া বলিতে লাগিলেন "কিন্তু জর্জ্জিয়া আমাকে বলিল, সে বহু চেষ্টা করিয়াও তোমাকে ভুলিতে সক্ষম হয় নাই। ভালবাসাই তাহার জীবনের ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। কিছু দিন থাকিতে থাকিতে তাহার ধারণা

হইয়া গেল, যে তোমার কথা নিঃস্বার্থ ভাবে চিন্তা করা বোধ হয় তাহার পক্ষে পাপ নহে। বিধাতার শ্রেষ্ঠদান স্বরূপ যে ভালবাসা তাহার হৃদয়কে আলোকিত করিয়াছিল,—তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম্ম। আমি বোধ হয় সমস্ত ভালভাবে গুছাইয়া বলিতে পারিতেছি না কিন্তু সেই মুমূর্ষু বালিকা যখন বলিয়াছিল তখন আমি স্পষ্টই সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এখন আমি বলিয়া যাইতেছি বটে—কিন্তু জেরী আমায় ভয় হইতেছে তুমি সব বুঝিতে পারিতেছ কি না?"

"আমি বুঝিতেছি—সব বুঝিতেছি" জেরাল্ড্ অস্বাভাবিক গাঢ় স্বরে এই উত্তর করিলেন।

পেট্রিশিয়া বলিতে লাগিলেন "এই ধারণাটাই তাহার শূন্য হৃদয়টাকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর তাহার পিতামহের মৃত্যুতে সে দারিদ্র্যের সর্ব্বনিম্নস্তরে পতিত হয়। তাই আজ তিন দিন পূর্ব্বে এই নির্দ্দয় হৃদয়হীন সহরে আসিয়াছিল। পল্লীনিবাসিনী সে—সহরের জনতায় অভ্যস্থ নয়, তাই রিজেন্ট ষ্ট্রীট্ অতিক্রমের সময় একটি মোটর গাড়ী চাপা পড়িয়া বিষম আহত হইয়াছে।—"

উদ্বেগপূর্ণ ও ভগ্নস্বরে জেরাল্ড্ জিজ্ঞাসা করিল "তাহার জীবনের কি কোনই আশা নাই?—"

পেট্রিশিয়া "বিন্দুমাত্র না।—হাঁসপাতালের লোকেরা ইহা জানাইবার পূর্ব্বে সে নিজেই তাহা জানিতে পারিয়াছিল। হাঁসপাতালের লোকেরা তাহাকে তাহার সাংঘাতিক আঘাতের কথা জানাইতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ সময়ে সে সংবাদ না জানাইলে যদি সে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায় তবে তাহাও ঘটিয়া উঠিবে না। কিন্তু এমন

আত্মীয় বা বন্ধু তাহার কেহই ছিল না,—একবার ভাবিয়া দেখ প্রিয়তম কি তাহার অবস্থা ! কপর্দ্দকহীন, বন্ধুহীনভাবে হাঁসপাতালে মরিতেছে—আর—এত বড় জগতে এমন কেহ আপনার জন নাই যে তাহার দুঃখে একবার মুখেও—"আহা" বলে ! কিন্তু হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে হইল। সাধ্বী সে—তাই প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে দেখিতে চাহিল না,—কিন্তু আমাকে না ডাকিতে পাঠাইয়া থাকিতে পারিল না। আমার মনে হয় তোমার বিবাহের পরও তোমাকে ভুলিতে পারে নাই বলিয়া সে অনুতপ্ত হইয়াছিল এবং নীরবে যেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিল। সে সরল ভাবে তাহার এই মানসিক পাপ আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া তোমার নিকট তাহার প্রণয় নিবেদন করিবার নিমিত্ত অতি সহজ ভাবে আমাকে বলিল।—বলিল "ভাই তোমার স্বামীর জীবন সুখে, সম্পদে, তোমার প্রণয়ে পূর্ণ হইলেও অপর একটি নগণ্যা রমণী তাঁহাকে যে আজীবন লুকাইয়া কত ভালবাসিয়া ছিল ইহা জানিলে তিনি অল্প—অতি অল্প আনন্দও পাইতে পারেন, কারণ তিনি সচ্চরিত্র হইলেও, পুরুষ—"

জেরাল্ড্ এক গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলিয়া উঠিল "হে দয়াময়।"

পেট্রিশিয়া বলিতে লাগিলেন "আমি তোমাকে তাহার ভালবাসার কথা জানাইতে প্রতিশ্রুত হইলাম। তখন সে অনেকটা শান্তভাব অবলম্বন করিল। ক্ষণেক পরে সে অতি ক্ষীণস্বরে কতকটা অস্পষ্টভাবে বলিল "মিসেস্ হাইডেন্! আমার মনে হয়—আমার জীবনটা একবারে ব্যর্থ হয় নাই। কারণ আমি ঈশ্বরের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষকে ভালবাসিয়াছি। তবু মনে হয় জীবনটা আমার আদৌ ব্যর্থ হইত না—যদি তিনি তাঁহার মনের এক কোণে আমাকে একটুও স্থান দিতেন। আজ যদি শুধু এই-

টুকু মাত্র জানিয়া যাইতে পারিতাম,—যে তিনি আমাকে অতি অল্প একটু খানিও ভালবাসেন, তবে এই অন্তিম দিনে স্মরণ করিবার মত একটু কিছু পাইতাম আর সেই স্মৃতিটুকু আজ আমার এই ভয়াবহমৃত্যুকে আনন্দে মণ্ডিত করিয়া দিত।" তারপর,—জেরাল্ড্ ব্যগ্রভাবে যেন প্রতিধ্বনি করিলেন "তারপর?" পেট্রিশিয়া বলিলেন "তারপর তার জীবন ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিয়া আমার বোধ হইল যে মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। একটি নির্ম্মল জীবন সুখের স্মৃতিটুকুও লইয়া মরিতে পাইবে না—ইহা ভাবিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল। অকস্মাৎ আমি বলিয়া ফেলিলাম 'সে তোমাকে ভালবাসিত জর্জ্জিয়া! তোমাদের পরিচয়ের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান টানে সে তোমাকে ভালবাসিয়া আসিতেছে,—তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে সে আমাকে বাক্‌দান করিয়াছিল, তাই সে তোমাকে তাহার প্রণয় জ্ঞাপন করিতে পারে নাই —করিলে আমার নিকট অবিশ্বাসী হইত। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে তোমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে।' জর্জ্জিয়ার আয়ত নীল চক্ষু এক স্বর্গীয় উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি ধীরে ধীরে বলিল 'না, না, ইহা হইতে পারে না—ইহা কথনই সত্য হইতে পারে না!' আমি উত্তর করিলাম—'ইহা সম্পূর্ণ সত্য। জেরাল্ড্ আমাকে ভাল-বাসে না তাহা আমি জানি, কিন্তু সে তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসে, তাহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভালবাসবে' জেরাল্ড্! তুমি জান আমি কথন মিথ্যা বলি না এবং সেজন্য আমি গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু—সেই মৃত্যুর দ্বারসমীপস্থা বালিকার সম্মুখে আমি নির্জ্জলা মিথ্যা বলিয়াছি এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই মিথ্যা

বলার জন্য আমার মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না। তারপর যখন সে নিতান্তই অবসন্ন হইয়া পড়িল—যখন সকলে বলিল—এই শেষ! তখন আমি তাহার সেই পাণ্ডুর বদনে চাহিয়া দেখিলাম তাহা এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তখন আর কোন কথা আমার মনে হইল না, কেবল মনে হইল আমি তাহাকে সেই শান্তি দিয়াছি, আমি তাহাকে সুখী করিয়াছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সে প্রকৃত সত্য আর জানিতে পারিবে না। জেরাল্ড্! তাহাকে এই প্রতারণা করায় কি আমার পাপ হইয়াছে?"

জেরাল্ড্ শান্তভাবে বলিলেন "ঈশ্বর বাইবেলের লেখককে যে বিচিত্র ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া বাইবেল লেখাইয়াছিলেন, ঠিক সেই পবিত্র ভাবেই তোমাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোমার মুখ দিয়া আজ মিথ্যা বলাইয়াছেন।" তারপর জেরাল্ড্ এক গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলিলেন "শেষে যে সে আসল কথা জানিতে পারিয়াছে—এজন্য ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ!"

বন্ধু

ধনী হইলেও, মদ্যপ এবং চরিত্রহীন বলিয়া পরেশ অনেকের ঘৃণার পাত্র ছিল। তবে দরিদ্র গ্রামবাসীগণ প্রবল জমিদারের সম্মুখে সে ঘৃণা প্রকাশ করিতে সাহসী হইত না, বরং সম্মান প্রদর্শন করিত। পরেশও জানিত যে প্রজাগণ তাহাকে ঘৃণা করিত কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারে না এবং যাহারা প্রজা নহে তাহারা ঘৃণা করিলেও অনর্থক বিরোধের ভয়ে তাহার সম্মুখে সে কথার আলোচনা করে না। কিন্তু ক্রমে এই ঘৃণা পরেশের এমন সহিয়া গিয়াছিল যে ইহা আর তাহার গণ্যের মধ্যেই আসিত না। যদি এই ঘৃণায় তাহার কোন ক্ষতি ঘটিত, তবে নিশ্চয়ই এদিকে তাহাকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হইতে হইত। এক—লোকের চক্ষে হীন হওয়া ব্যতীত অপর কোন সাংসারিক ক্ষতি ছিল না বলিয়াই সে এমন দুই কাণ-কাটা হইয়া পড়িয়াছিল।—এমন লোকেরও বন্ধু থাকে, পরেশেরও ছিল। তবে সকল বন্ধুই এক দরের নহে; কতকগুলি তাহারই পৃষ্ঠ-পোষক, কতকগুলি ভিন্নমতাবলম্বী। ভিন্নমতাবলম্বী বন্ধুগণ যখন পরেশকে উপদেশামৃত পান করাইয়াও নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন তাহারাও ঘৃণা করিতে লাগিল এবং নামমাত্র বন্ধু মধ্যে গণ্য রহিল।

এই বন্ধুগণ যদি উপদেষ্টার আসনে না বসিয়া, উপদেশের ছাপ না মারিয়া সহজ ভাবে অই কথাগুলি বলিতেন, তবে হয়ত পরেশের পক্ষে তাহা কার্য্যকরী হইত। বন্ধু সমান আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সহানু-

ভূতির সহিত যদি পরামর্শ দেয় তবে তাহাতে স্বফল ফলিতে পারে। কিন্তু যদি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উচ্চাসন অধিকার পূর্ব্বক উপদেশ দেয়, তবে যাহাকে সে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার মন স্বতঃই বিরূপ হইয়া যায়। উপ-দেষ্টা বন্ধুগণ তখন লোকের নিকট বলিতে থাকেন যে "এত করিয়া বলি-য়াও পারিলাম না।" উপদিষ্ট ব্যক্তি বলিতে থাকেন "ওরা যত সাধু, তাহা জানা আছে। সব পাখীই মাছ খায়, ধরা পড়িয়াছে কেবল মাছরাঙ্গা।"

পরেশবাবুর সখ হইয়াছে, "বায়ু-পরিবর্ত্তনে" যাইতে হইবে। আয়োজন চলিতে লাগিল। এজন্য মধুপুরে যে বাটী ভাড়া লওয়া হইল,—সেটি তত্রত্য পাদরী রেভারেণ্ড এডামসের বাটীর ঠিক পাশেই। পাদরী সাহে-বের তিনটি কন্যা ও একটি পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা লুসি এবং মধ্যমা কন্যা এলিস্ যুবতী। বয়স যথাক্রমে কুড়ি এবং আঠারো। এককথায় বলিতে গেলে উভয়েই স্বন্দরী, উভয়েই ক্রীড়াশীলা, উভয়েই নানা মনোহারিণী বিদ্যার অধিকারিণী। পুত্র আরনেষ্ট দ্বাদশ বর্ষীয় বালক,—চঞ্চল এবং যে কোন একটা হুজুক পাইলেই লাফাইয়া উঠে। কনিষ্ঠা কন্যাটি এক মাসের। মেম সাহেবটি সরল, উদার, কোন প্রকার ঢং বা পরিচ্ছদাদির পরিপাট্য নাই।

পরেশের লোকজন পূর্ব্বে গিয়া যখন বাসাটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছিল তখনই এই পাদরী-পরিবার জানিয়াছিলেন যে বাঙ্গালার কোনো ধনকুবের কিছুদিনের জন্য তাহাদের পড়্শী হইয়া বাস করিবার জন্য আসিতেছেন। এই দরিদ্র পাদরী-পরিবার যখন দেখিল যে কয়েক মাস বাসের জন্য মোটরকার, জুড়ী, গাড়ী, পিয়ানো, হারমোনিয়াম, ইত্যাদি আসবাব-পত্র এবং লোকজনে সেই নির্জ্জন গৃহটা সরগরম হইয়া উঠিল,

তখন তাহারা এই সমস্তের মালিকের ধনের ইয়ত্তা করিতে পারিল না। পরেশের এক খানসামার মুখে যেদিন তাহারা শুনিল যে আজ বাবু আসিবেন, সেদিন লুসি, এলিস্ ও আরনেষ্ট বেড়াইবার ছলে ষ্টেশনে গিয়া, দূর হইতে সেই মালিক ব্যক্তিকে দেখিয়া আসিল। দেখিল —একটি দোহারা, সবল, সুন্দর যুবা পুরুষ। ঘাড়ের চুলগুলা বোধ হয় ক্ষুর দিয়া কামানো, দাড়িরও দুই ধার কামাইয়া দিয়া থুঁত্নীর নীচে খানিকটা চুল সূচ্যগ্রভাগের মত সরু করিয়া রাখা হইয়াছে, গায়ে সিল্কের চুড়িদার, তাহা ভেদ করিয়া নিম্নস্থ গোলাপী গেঞ্জির গোলাপী আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, ড্রয়ারের উপরে একটি ফিন্‌ফিনে জরিপাড় কাপড়, এক জোড়া বিচিত্র বর্ণের সিল্কের মোজা এবং এক জোড়া সোনালী চামড়ার পম্পসু পায়ে। চোকে একটি সোণার স্প্রীংএর চস্‌মা, তাহা হইতে একটি অতি সূক্ষ্ম সোণার শিকল ঝুলিতেছে এবং সোণার পাইপে বাবু সুগন্ধি সিগারেট টানিতেছেন।

ল্যাণ্ডো এবং জুড়ী প্রস্তুত ছিল। পরেশ উঠিয়া বসিল। তত্রত্য যাবতীয় লোক এমন কি কয়েকটি ইংরাজ-কন্যাও তাহাকে, তাহার ইউ-নিফরম, পরা আরদালীকে, এবং তাহার জুড়ী গাড়ী, চাল-চলন ইত্যাদি লক্ষ্য করিতেছে দেখিয়া গর্ব্বে তাহার বক্ষ স্ফীত হইল। গাড়ী বাংলো অভিমুখে ছুটিল।

২

জমিদারীর দায়ে জেলার সাহেব সুবোদের সহিত মিশিতে বাধ্য হইত বলিয়া, মনোভাব প্রকাশের উপযোগী ইংরাজী কহিবার ক্ষমতা পরেশের জন্মিয়াছিল। শিরার অবস্থান-জ্ঞানহীন নাপিত ভায়ার অস্ত্রোপচারের

মত—যাহা জোগাইয়া উঠিত সে তাহাই বলিত, ব্যাকরণ বা রচনা-পদ্ধতি দলিত কি পিষ্ট হইল সে সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ করিত না। সাহেবেরা এরূপ ইংরাজী ভাষার ব্যাকরণ-দোষ ধরেন না, তাঁহাদের বুঝিতে পারিলেই হইল। পরেশের ধারণা ছিল যে সাহেবেরা আমাদের ভাষায় কথা কহিতে যেমন পণ্ডিত, পরেশও তাহাদের ভাষায় কথা কহিতে তেমনি পণ্ডিত, স্থতরাং লজ্জা কিসের! কিন্তু সাহেবের সহিত কথা কহিবার সময় কোন ইংরাজী-জানা বাঙ্গালী উপস্থিত থাকিলেই, তাহার ইংরাজী কহিতে বাধিয়া যাইত। ভাষা ইংরাজী ভালরূপ না জানিলেও কথা কহিবার ইংরাজী সে এম্, এ, বি, এ তক্‌মাওয়ালাদের অপেক্ষা ভাল জানিত। শুদ্ধ না হইলেও, আদব কায়দা, বলিবার ভঙ্গী, তাহার মোটামুটি রকম আয়ত্ত হইয়া গিয়াছিল। সাহেবের সহিত মিশিতে বাঙ্গালীর যে একটা সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে, বেশী বেশী মেলা-মেশা করিত বলিয়া সে সঙ্কোচ তাহার ছিল না। তাই সে যে কোন ইংরাজের সহিত সহজেই বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারিত।

মধুপুরে আসিয়া পরেশ তাহার খানসামার নিকট শুনিল, যে পার্শ্বস্থ বাংলোর পাদরী-পরিবার পরেশের আগমনের পূর্ব্বে তাহাকে পরেশের কথা জিজ্ঞাসা করিত। শুনিয়া পরেশ ভাবিল যে সে এই পাদরী-পরিবারের সহিত যদি আলাপ পরিচয় করিতে যায় তবে বন্ধুরূপেই গৃহীত হওয়ারই সম্ভাবনা। পাদরী সাহেবের ছেলে-মেয়ে কয়টি, কাহার বয়স কত; কে কেমন লোক, ইত্যাদি খানসামার নিকট যতদূর জানা সম্ভব, খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইল এবং একদিন অপরাহ্নে রীতিমত সাহেবী পোষাক পরিয়া ল্যাণ্ডো চড়িয়া লুব্ধ পরেশ পাদরী সাহেবের বাংলো অভিমুখে রওনা হইল।

অশ্বপদ ধ্বনিতে ও গাড়ীর ঘণ্টার শব্দে লুসি, এলিস্, ও আরনেষ্ট ছুটিয়া বারান্দায় আসিল এবং সবিস্ময়ে দেখিল যে গাড়ী তাহাদেরই হাতায় প্রবেশ করিতেছে। তাহাদেরই সহিত দেখা করিতে আসিতেছে বুঝিয়া লুসি ও এলিস্ ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। কেবল আরনেষ্ট বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ী হইতেই পরেশ আরনেষ্টকে জিজ্ঞাসা করিল পাদরী সাহেব বাটীতে আছেন কি না?

আরনেষ্ট বলিল, "আছেন"।

পরেশ একটি ভিজিটিং কার্ড বাহির করিয়া আরনেষ্টকে বলিল "এইটি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবে কি?"

আরনেষ্ট গাড়ীর নিকট গিয়া হাত বাড়াইয়া কার্ডটি লইল। যে বাবুটি পাশের বড় বাংলোটি ভাড়া লইয়াছেন তিনি সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, কন্যাদ্বয়ের মুখে ইহা শুনিয়া ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য রেভারেণ্ড বাহিরে আসিলেন এবং পুত্রপ্রদত্ত কার্ডটি পড়িয়া বলিলেন "ভিতরে আসুন মিঃ বোস।" পরেশ গাড়ী হইতে নামিয়া আসিলে রেভারেণ্ড তাহার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন "Very glad to make your acquaintance. How do you do!" (আপনার সহিত পরিচিত হইয়া সুখী হইলাম, কেমন আছেন!") এবং ভিতরে লইয়া গিয়া স্ত্রী ও কন্যাদ্বয়ের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। পক্কা হাতে এই পক্কা রমণীদের সহিত করমর্দ্দন করিয়া পরেশ আসন গ্রহণ করিল।

নানা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। পরেশের দেশ কোথায়, ছোট লাট তাহাকে কি সাধুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার বাগানে দেশী বিদেশী কি কি ফুল ফোটে, কোন ফুলের গন্ধ শ্রেষ্ঠ, বাংলোটির মাসে কত ভাড়া ঠিক

হইয়াছে, ওয়েলার জুড়ীটির কুক্ কোম্পানী কত দাম লইয়াছিল, পরেশের বিষয় কতদিন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের হাতে ছিল, বাটীতে ডাইনামো বসাইয়া ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান ও লাইট ফিট করিত কত হাজার টাকা পড়িয়াছে ইত্যাদি। অপর পক্ষেরও তেমনি ইহার পূর্ব্বে কোন স্থানে পাদরী ছিলেন; পূর্ব্বে যেখানে ছিলেন সেখানকার বাংলো এটির মত ফাঁকা না হইলেও ইহার অপেক্ষা বড় ছিল, কোন গির্জ্জায় তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল, বড় মেয়ে দুইটি সিমলায় এবং ছেলেটি নৈনীতালে পড়ে, কেবল বড়-দিনের সময় তিন মাস স্কুল বন্ধ হয় বলিয়া সেই সময় তাঁহার ছেলেমেয়ে সকলে একত্রে জড় হয়, মেজ মেয়েটি গান বাজনা শেখে বলিয়া পৃথক্ এত টাকা করিয়া বেতন লাগে; খাইতে পরিতে আর ছেলেদিগকে পড়াইতে তাঁহার বেতনের সমস্ত টাকা ফুরাইয়া যায় ইত্যাদি।

এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরেশ এই পাদরী-পরিবারের সহিত এমন বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া লইল—যেন তাঁহাদের কতদিনের পরিচয়।

পরেশ সেদিন বিদায় হইল। সকলে বারান্দার সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া চলিয়া গেল।

পরেশের মন পাদরী-পরিবারের মধুর অপ্যায়নে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বিশেষতঃ এলিসের নীল সুন্দর চক্ষু তাহার মনে এমন এক উন্মাদনার ভাব জাগ্রত করিয়া দিল, যে এই পরিবারকে নিতান্ত অন্তরঙ্গ করিতে সে কৃতসঙ্কল্প হইল।

পরদিন কেল্‌নার কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া নিজ বাংলোয়

একটি প্রথম শ্রেণীর ডিনারের বন্দোবস্ত করিল এবং বৈকালে গিয়া পাদরী-পরিবারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল।

রেভারেণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহাদের সহিত একত্রে ভোজন করিতে পরেশের কোন আপত্তি আছে কি না? পরেশ নিরাপত্তিতে একত্রে ভোজনে বসিয়া গেল, রেভারেণ্ড দেখিলেন যে এই বাঙ্গালী যুবক তাঁহাদেরই মত কাঁটা চামচ ধরিতে পটু। পাদরী সাহেব ব্যতীত তাঁহার পরিবারস্থ অপর সকলে পরেশের স্বাস্থ্যপান করিল, পরেশও পাদরী-পরিবারের স্বাস্থ্য এমন ভাবে পান করিল যে তাহার চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং বাক্য জড়াইয়া যাইতে লাগিল। ভোজন সাঙ্গের পর পরেশের অনুরোধে পাদরী তাঁহার সঙ্গীতজ্ঞা মধ্যমা কন্যা এলিস্‌কে গাহিতে বলিলেন। এলিস্ কেবলই ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতে লাগিল এবং প্রৌঢ় পাদরী ও পাদরী-পত্নী সেই সঙ্গীতসুধা পান করিতে লাগিলেন। ইংরাজ মহিলার কণ্ঠে ইংরাজী গান—বিশেষতঃ ধর্ম্মসঙ্গীত—পরেশ তাহার বিন্দু-বিসর্গও বুঝিল না। অথচ প্রত্যেক গান শেষ হইবার পরই Oh! how sweet how melodious বলিয়া প্রশংসা-বাদে বিরত হইল না। যদিও পরেশ গানের ভাবার্থ কিছুই বুঝিল না, তথাচ এইটুকু বেশ বুঝিতে পারিল যে সেগুলি প্রেমসঙ্গীত নহে। তাই নেশার ঝোঁকে যেন মুখ ফস্কাইয়া পাদরীকে বলিয়া ফেলিল "একটা প্রেমের গান গাহিলে আপনার কোন আপত্তি হইতে পারে?"

প্রৌঢ় পাদরী একটু হাসিয়া এলিস্‌কে প্রেমের গানই গাহিতে বলিলেন। এলিস্ গাহিতে লাগিল এবং পরেশ স্থির হইয়া বসিয়া সেই অবোধ্য গানের প্রত্যেক বর্ণ বোধগম্য করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্বাস্থ্যপানের সময় মদের গ্লাসে চোঁ চোঁ শব্দে চুমুক মারা দেখিয়াই রেভারেণ্ড বুঝিয়াছিলেন যে পরেশ একটি পাঁড় মাতাল; তারপর ধর্ম্মসঙ্গীতের মাঝে অকস্মাৎ প্রেমের গান গাহিবার বরাত এবং এলিসের প্রতি তাহার ক্ষুধাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ দেখিয়া তাহার চরিত্রের অপর দিকটা বুঝিতেও তাঁহার বাকী রহিল না। সমস্ত বুঝিয়াও তিনি কন্যাকে প্রেমের গানই গাহিতে বলিলেন।

ব্যবসায়ে তিনি ধর্ম্মযাজক, রাগকরা বা পতিতকে দেখিয়া ঘৃণা করা তাঁহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং স্বভাববিরুদ্ধ। বরং পতিতকে উদ্ধার করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তাই এই সৌম্য মূর্ত্তি পাদরী—তাঁহার নব পরিচিত বন্ধুর অন্যায় অনুরোধও রক্ষা করিলেন।

৩

বাংলোয় ফিরিয়া আসিয়া এলিস্ রেভারেণ্ডকে জিজ্ঞাসা করিল "ড্যাড তুমি আমাকে একজন নবপরিচিত মদ্যপ বাঙ্গালীর সম্মুখে প্রেমের গান গাহিতে আদেশ করিলে কেন?"

রেভারেণ্ড হাসিয়া প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন "দুঃখিত হইও না ডার্লিং, সে মদ্যপ হউক, মন্দস্বভাব হউক সে মানুষ, তাহার মনোবৃত্তি আছে। ঘৃণা করিয়া তাহার মনোবৃত্তিকে নিম্নগা হইতে দিও না, বিশ্বাস করিয়া তাহাকে উন্নত কর। সহস্রদোষে সে দোষী হউক তাহাকে বুঝাও যে আমরা তোমার সচ্চরিত্রতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, দেখিবে তাহার মনে পাপ থাকিলেও সে কখনও সে পাপ ব্যক্ত করিতে সাহসী হইবে না। কথায় বার্ত্তায় আকারে ইঙ্গিতে, সকল রকমে তাহাকে

বুঝাও যে তোমরা তাহাকে ভাল বলিয়া জান, সে নিশ্চয়ই তাহার মন্দ দিকটা তোমাদিগকে দেখাইতে লজ্জাবোধ করিবে। আমরা সকলে যখন তাহাকে বন্ধু বলিয়া গণ্য করিয়াছি, তখন সকলে মিলিয়া তাহার বন্ধুরই কাজ কর। আমার কন্যা তোমরা, তোমাদের চরিত্রে আমি বিন্দু-মাত্র সন্দিহান নহি। তোমরা দেবীর মত পবিত্রা আছ, সকল অবস্থাতেই সকলের সঙ্গেই দেবীর মত পবিত্রা থাকিবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। তবে কেন আমাদের বন্ধুকে ত্যাগ করিয়া তাহার মনে কষ্ট দিব। মানুষ সে—তাহার মনে সুপ্রবৃত্তি কুপ্রবৃত্তি উভয়ই আছে। কুসঙ্গে পড়িয়া সে কু হইয়াছে, দেবী তোমরা—তাহার সুপ্রবৃত্তির স্ফুরণ কর।

এলিস্ ভক্তিপূর্ণ স্বরে কহিল "ঠিক বলিয়াছ ড্যাড্, অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্ না।"

পরদিন বৈকালে গাড়ী করিয়া আসিয়া পরেশ রেভারেণ্ডকে বলিল "চলুন না সকলে মিলিয়া একটু বেড়াইয়া আসি।" রেভারেণ্ড বলিলেন "আমাকে এখন গির্জ্জায় যাইতে হইবে। ছোট মেয়েটিকে লইয়া আমার স্ত্রীরও বেড়াইতে যাওয়া সুবিধা হইবে না।" পরেশের প্রস্তাবের উত্তরে তিনি নিজের এবং স্ত্রীর অপারগতার কৈফিয়ৎ দিলেন কিন্তু কন্যাদ্বয় বা পুত্রের সম্বন্ধে হাঁ না কিছুই বলিলেন না। পরেশ তখন ধাঁ করিয়া বলিয়া ফেলিল,—মিস্ এডাম্‌স্‌দ্বয় এবং মাষ্টার এডাম্‌সের যাইতে কি কোন বাধা আছে?" রেভারেণ্ড মৃদু হাসিয়া কহিলেন "আপনি আমার বন্ধু, আপনার সহিত আমার কন্যাগণ বেড়াইতে যাইবে ইহাতে আর বাধা কি থাকিতে পারে।—"পরে কন্যাদ্বয় ও পুত্রের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন "তোমরা বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আইস।"

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বেড়াইতে যাইবার উপযোগী বেশ পরি-ধান করিয়া লুসি, এলিস্ ও আরনেষ্ট প্রস্তুত হইয়া আসিল। ইতি মধ্যে লুসি গাড়ীতে উঠিয়া সম্মুখ দিকের আসনে বসিয়াছিল ; আরনেষ্ট তাহার পাশে গিয়া বসিল। অগত্যাই এলিস্‌কে পশ্চাৎদিকের আসনে পরেশের সহিত একত্রে বসিতে হইল।

চলিতে চলিতে গাড়ী দুলিতেছিল এবং প্রায়ই পরস্পরের গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হইতেছিল। পরেশ ভাবিতেছিল "আজ আর বাড়ী না ফিরিয়া যদি সারারাত্রি শুধু এমনি ভাবে গাড়ী করিয়াই বেড়া-ইতে পাওয়া যাইত, তবে সেটা কি সুখেরই হইত!" সারারাত্রি ব্যাপী পরিশ্রমে তাহার তিন হাজার টাকা মূল্যের জুড়ী যদি মরিয়াও যাইত, তথাচ বোধ হয় সে ঐটুকু সুখের পরিবর্ত্তে সে ক্ষতি বরণ করিয়া লইত।

যাহা হউক সন্ধ্যার পরেই ফিরিয়া আসিতে হইল।

৪

পাদরী-পরিবারের সুখ বিধানের জন্য যে পরেশ সর্ব্বদা চেষ্টিত তাহার প্রমাণ সে ক্ষণে ক্ষণে দিতে লাগিল। কোন দিন বা সকাল বেলায় নিজে কেল্‌নার কোংর দোকানে গিয়া স্যামোন, পটেড মিট্, চিজ্, বাটার, ভিনিগার প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া উপহার পাঠাইত ; কোন দিন বা সাবান গন্ধদ্রব্য এবং সকলকেই সমান চক্ষে দেখাটা প্রমাণ করি-বার জন্য আরনেষ্টের নিমিত্ত খেলেনা প্রভৃতি কিনিয়া পাঠাইত। রেভারেণ্ড বন্ধুর মনে আঘাত দিবার ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা গ্রহণ

করিতেন এবং উপহৃত দ্রব্যগুলির একটি আন্দাজ মূল্য ধরিয়া সেই পরিমাণ টাকা বাহকদিগকে বকসিস্ দিয়া সে ঋণ শোধের চেষ্টা পাইতেন। পরেশ ইহা জানিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণ হইল কিন্তু ইহার প্রতিবাদ করিলে পাছে দরিদ্র ভাওকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় "যে তুমি গরীব তুমি বরাবর এত দিতে পাইবে কোথা" এই ভয়ে প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না।

বাস্তবিকই এই উপহার দেওয়ার ব্যাপার লইয়া রেভারেণ্ড কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরেশের উপহৃত জিনিষগুলি প্রায়ই প্রয়োজনাতিরিক্ত, কিন্তু সে অতিরিক্ত জিনিষগুলিও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া একরূপ মূল্য দিয়া কিনিতে হইতেছিল। নিতান্ত সহিষ্ণু লোক বলিয়াই পাদরী গির্জ্জায় গিয়া অন্যান্য প্রার্থনার সঙ্গে Save me from my friend বলিয়া প্রার্থনা করেন নাই।

হঠাৎ একদিন পরেশ আসিয়া প্রস্তাব করিল "আপনারা কেহ পরেশ-নাথ পাহাড় দেখিতে যাইবেন?"

এ প্রস্তাবে লুসি, এলিস্ এবং আরনেষ্ট একবারে লাফাইয়া উঠিল। রেভারেণ্ড বলিলেন "আমার বা আমার স্ত্রীর যাওয়া ঘটিবে না, আমাকে একটি বেবীকে ব্যাপটাইজ করিতে হইবে এবং একটি বিবাহ দিতে হইবে, আর ছোট মেয়েটি যতদিন বড় না হইতেছে ততদিন আমার স্ত্রীর কোথাও যাওয়া সম্ভবপর হইবে না—পাহাড়ে ওঠাত দূরের কথা।"

লুসি এবং এলিস্ প্রায় সমস্বরেই বলিয়া উঠিল "তবে আর আমরা একা কেমন করিয়া যাই" বলিবামাত্র তিরস্কার ব্যঞ্জক অথচ প্রশান্ত

নেত্রে রেভারেণ্ড কন্যাদ্বয়ের মুখে চাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কথা পাণ্টাইয়া লইয়া এলিস্ বলিল আমরাই তিনজনে ত মিঃ বোসের সহিত যাইতে পারি ড্যাড্?"

পরেশ আর আগ্রহ দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশত, তাই চলুন না; তাহা হইলে ত ভালই হয়।" কথাটা মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র পরেশ থতমত খাইয়া থামিয়া গেল। মনে মনে জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া যেন বলিল "ছি ছি, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম। রেভারেণ্ড কি মনে করিবেন, হয়ত ঐ এক কথাতেই রেভারেণ্ড আমার মনের কথা টের পাইবেন!"

মনে যাহাই করুন রেভারেণ্ড মুখে কিন্তু কথাটাকে সহজ আকার প্রদান করিয়া বলিলেন "হ্যাঁ সেই ভাল, বুড়া-বুড়ী সঙ্গে গেলে হয়ত পাহাড়ের মধ্যে, পথে আপনাকে কাঁধে করিতে হইত।" পরেশ একটা আশ্বস্তির হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—ভাবিল "যাহা হউক আমার মনের ভাব টের পায় নাই।"

কেল্‌নার কোংর সহিত বন্দোবস্ত করা হইল যে তাহারা পাহাড়ের উপরিস্থিত ডাকবাংলোয় এই পরেশনাথ যাত্রীদের জন্য খানা ইত্যাদি প্রস্তুত রাখিবে। কেল্‌নার কোংর বাবুর্চ্চিদের সঙ্গেই পরেশের লোকজনও বিছানা-পত্রাদি লইয়া পূর্ব্বাহ্নে রওনা হইয়া গেল।

৫

পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে লুসি, এলিস্ এবং আরনেষ্ট ভয়ানক ক্লান্ত হইয়া একেবারে এলাইয়া পড়িল। পরেশ ক্লান্ত হইলেও মনের স্ফূর্ত্তিতে সে ক্লান্তি গ্রাহ্য করিল না। সে কখনও লুসিকে, কখনও এলিস্‌কে এবং

কালেভদ্রে পক্ষপাতশূন্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আরনেষ্টকেও ধরিয়া লইয়া চলিল। আরনেষ্ট উপগ্রহটা না জুটিলেই ভাল হইত, ইহাই বার বার তাহার মনে হইতেছিল।

মধ্য-রাস্তায় বসিয়া টিফিন-কেরিয়ার হইতে খাবার বাহির করিয়া সকলে কিছু খাইয়া লইল। মদ খাওয়াইতে পারিলে নেশার ঝোঁকে একটু উদ্দাম স্ফূর্ত্তির সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া পরেশ শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করিবার দোহাই দিয়া মদ খাইবার প্রস্তাব করিল। ক্লান্তির বশে অগত্যা তাহারা তাহাই স্বীকার করিল। কিন্তু পরেশ আরও বেশী বেশী খাইবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিল। এরূপ অনুরোধের উদ্দেশ্য বুঝিয়া লুসি এবং এলিস্ কথাটাকে পাল্টাইয়া দিয়া বলিল "এখানে আর দেরী করিলে হয়ত রাস্তাতেই সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। আসুন পুনরায় চলিতে আরম্ভ করা যাক্।"—বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। অগত্যা পরেশ বোতল বন্ধ করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল।

পরেশ মনে করিয়াছিল যে মিসেসদ্বয় এইরূপ ছাড়া পাইয়া তাহাদের গাম্ভীর্য্যের গণ্ডীর অন্ততঃ একটু বাহিরেও আসিবে। কিন্তু "যথা পূর্ব্বং তথা পরং।" পিতা মাতার সম্মুখেও তাহারা পরেশের সহিত যেমন ব্যবহার করিত, তাঁহাদের অনুপস্থিতিতেও ঠিক তেমনই ব্যবহার করিতে লাগিল—একচুলও ইতর বিশেষ হইল না।

পর্ব্বতোপরিস্থ ডাকবাংলোয় পৌঁছিয়া লুসি পরেশের জন্য যে কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল, সেটি ও তাহাদের কক্ষের মধ্যে তিন চারিটি কক্ষ ব্যবধান।

পরেশ মনে মনে বুঝিল যে তাহার এত অর্থ ব্যয় করা বৃথাই হইল— ইহারা ঘরে-বাহিরে সমান। পূর্ব্বে বুঝিলে সে এত ব্যয় করিয়া ইহাদিগকে বাহিরে আনিবার প্রস্তাব করিত কি না সন্দেহ।

মনটা দমিয়া গেল এবং বন্ধ বোতল আর খুলিল না। তারপর মধু-পুরে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত মিসেসদ্বয় যেখানে যেখানে বলিল, পরেশ মাত্র তাহাদের অনুসরণ করিল,—আগ্রহ করিয়া কোন স্থান দেখাইতে লইয়া গেল না।

তাহারা যাহা জিজ্ঞাসা করিল তাহারই উত্তর দিল,—গায়ে পড়িয়া কোন কথা বলিল না।

৬

যখন পরেশনাথপার্টি পাদরী সাহেবের বাংলোয় পৌছিল, তখন পাদরী সাহেব, পাদরী-পত্নী, মিসেসদ্বয় ও আরনেষ্ট, মিঃ বোসকে এই সমস্ত কষ্ট লওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিল। মিসেসদ্বয় পিতাকে বলিল যে "মিঃ বোস তাহাদের যে যত্ন লইয়াছিলেন, এমন যত্ন সহোদর ভ্রাতাতেও করে না।" পাদরী সাহেব জোরে পরেশের করমর্দ্দন করিয়া, তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পরেশ কায়দা অনুযায়ী বলিল "ঐ সমস্ত উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।" কিন্তু সেটি একটি প্রাণহীন উচ্চারণ মাত্র।

পরদিনও পরেশ গাড়ী লইয়া আসিয়া সকলকে সান্ধ্যভ্রমণে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল,—পাছে হঠাৎ সকল সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিলে রেভারেণ্ডের মনে কোন সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়। কিন্তু সে উত্তম

আর নাই। পরেশ স্পষ্টই বুঝিয়াছে, ইহাদের মধ্যে উদ্দামতা আনিতে কোন কালেই সে সক্ষম হইবে না। ইহারা একটি গণ্ডীবেষ্টনের মধ্যে আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে, কখনও সে গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করে না। সব বুঝিলেও সৌন্দর্য্যের মোহ সহজে ছুটে না, পরেশেরও ছুটিল না—কিন্তু অনর্থক অর্থ ব্যয়ের ভয়ে সে মেলা-মেশা হ্রাস করিবার সঙ্কল্প করিল।

পরেশের মধুপুর ত্যাগের পূর্ব্বদিন বৈকালে পাদরী সাহেবেরা পরেশের সহিত দেখা করিতে আসিলেন, এমন সচরাচর হয় না। তাঁহার সময় কম বলিয়া আদর-আপ্যায়নের ব্যাপারটা পুত্রকন্যাদের উপরেই তিনি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তাই হঠাৎ তাঁহার আগমনে পরেশ কিছু আশ্চর্য্য হইল। অন্যান্য কথার পর পাদরী বলিলেন "আপনি চলিয়া যাইতেছেন শুনিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি—বিশেষতঃ আমার পুত্র-কন্যারা। এই কয়দিনের পরিচয়ে তাহারা আপনাকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। আপনার সুখ্যাতি তাহাদের মুখে ধরে না, বলে—বাঙ্গালী যুবকেরা ধনীর সন্তান হইলে প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল হয় শুনিতে পাই, কিন্তু পরেশ বাবুর উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও মনুষ্যত্ব আছে।"

"কন্যারা বলিতেছিল যে পরেশনাথ পাহাড়ে আপনার মনে একটা উদ্দামতা জাগিয়াছিল, কিন্তু মনুষ্যত্বের বলে আপনি তাহা দমন করিয়াছিলেন। আপনি বুঝিয়াছিলেন যে তাহারা তখন আপনার আয়ত্তের মধ্যে থাকিলেও তাহারা ভদ্রকন্যা, তাহারা আপনার সচ্চরিত্রতায় বিশ্বাস করিয়া আপনার সঙ্গে গিয়াছে।—ইহাই চাই পরেশ

বাবু। মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিলে মনের বিকার একদিন না একদিন হইবেই, কিন্তু যে তাহা দমন করিয়া সৎপথে থাকিতে পারে—সেই মানুষ, শুধু মানুষ নহে, সে অনেক সময় পূজার যোগ্য। আমরাও আপনাকে পূজার যোগ্য মনে করিব। কারণ ভদ্রকন্যার সুনামের মূল্য আপনি বুঝেন।" হঠাৎ এই সমস্ত কথা শুনিয়া পরেশ প্রথমে মাথা তুলিতে পারিল না। পরে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া সে হিন্দুরীতিতে পাদরী সাহেবকে প্রণাম করিয়া কহিল "আপনি আমার সকল দোষ মার্জ্জনা করিবেন। আমি কু-ভাব মনে লইয়াই আপনাদের সহিত পরিচয় করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনাদের ব্যবহারে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছি। ভদ্রকন্যার সুনামের মূল্য এতদিন ঠিক বুঝিতাম না, আজ আপনার ইঙ্গিতে বুঝিলাম।"

মধুপুর ত্যাগের সময় লুসি, এলিস্, আরনেষ্ট ও পাদরী সাহেব সকলেই আসিয়া পরেশকে ট্রেনে তুলিয়া দিল। পরেশ পবিত্র মনে এই প্রথমদিন তাহাদের করমর্দ্দন করিয়া একটা আত্মতৃপ্তি লাভ করিল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিলে অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায় পাদরী-পরিবার রুমাল নাড়িয়া দৃষ্টি শেষ পর্য্যন্ত পরেশকে বিদায় জ্ঞাপন করিতে লাগিল। মদ্যপ, লম্পট পরেশের মন আজ পবিত্রতায় পরিপূর্ণ!

অন্তঃসলিলা

প্রবল বাত্যায় ললিতদের নৌকা ডুবিয়া গেল। সে নৌকায় তাহার পিতামাতা এবং দুইটি ভগিনী ছিল। মাঝিরা বহু কষ্টে ললিত এবং তাহার মাতাকে রক্ষা করিল, কিন্তু পিতা অথবা ভগিনীদ্বয়ের কোন সন্ধান করিতে পারিল না।

যেখানে নৌকা ডুবিয়াছিল তাহার নিকটেই সুরপুর গ্রাম। সেখানে একজন প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন; তাঁহার নাম অমৃতবাবু। মাঝিরা ললিত এবং তাহার মাতাকে অমৃতবাবুর নিকট লইয়া গেল। অমায়িক, পরোপকারী অমৃতবাবু বহু যত্নে তাহাদিগকে স্থান দিলেন এবং যথোচিত শুশ্রূষার দ্বারা সে যাত্রা তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন।

ললিতদের সাংসারিক অবস্থা বেশই সচ্ছল ছিল, কিন্তু তাহাদের এক জ্ঞাতির সহিত মোকদ্দমায় তাহার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হন। ললিত তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। জমিদারী দেনার দায়ে নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল,—ভগ্নমন ব্রাহ্মণ তাই গ্রামের বাস উঠাইয়া গ্রামান্তরে বসবাসের অভিপ্রায়ে নৌকা করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু নিয়তির গতি কে রোধ করিবে!

ললিত তাহাদের সে অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কথা বিশেষ কিছু জানিতে পারে নাই; ব্রাহ্মণ,—আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও এ দুঃসংবাদ জানিতে দেন নাই; কেবলমাত্র স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অপর কাহাকেও বলিতে দিব্য দিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

ললিত কোঁচান কাপড় পরিয়া, গাড়ী করিয়া স্কুল যাইত, চাকরে টিফিনের সময় খাবার দিয়া আসিত; সে সমস্তের ব্যতিক্রম দেখিয়া তাহার স্নেহশীল পিতার নিকট ভৃত্য এবং কোচম্যানের নামে নালিশ করিল। গাড়ীঘোড়া তখন নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—ভৃত্য এবং কোচম্যানকে জবাব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মর্ম্মপীড়িত ব্রাহ্মণ সে সংবাদ একমাত্র পুত্রকে জ্ঞাপন করিতে পারিলেন না—বলিলেন, 'দুই একদিন মধ্যেই আমরা অন্যত্র যাইব; এ কয়দিন তোমার আর স্কুলে গিয়া কাজ নাই, ঘরে আমার নিকট পড়িও।' তাহার পরদিনই ব্রাহ্মণ জন্মের মত পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করিয়া কোনও অনিশ্চিত বাসস্থানের উদ্দেশে সপরিবারে রওনা হইয়াছিলেন। ইচ্ছা—এমন দেশে গিয়া বাস করিবেন, যেখানে তাঁহার পরিচয় কেহ জানে না এবং যেখানে চাকরী স্বীকার করিতে কোন লজ্জাবোধ হইবে না। হায়! পথিমধ্যেই ব্রাহ্মণের সকল লজ্জার অবসান হইয়া গেল।

২

সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াই ললিতের মাতা,—স্বামী এবং কন্যাদ্বয়ের নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই একদিন মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে আশ্রয়দাতার পরিজনবর্গের মধ্যে কেহ কেহ তাহা পছন্দ করিতেছে না। পিসীঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন "পরের বাড়ীতে মরাকান্না কেঁদে তাদের সুদ্ধ অমঙ্গল করা কেন? কাঁদতে হয় ত নিজের বাড়ী যান।" ললিতের মাতা সেইদিন হইতে নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন, আর কেহ তাঁহার উচ্চ রোদনধ্বনি শুনিতে পাইত না; গভীর নিশীথে সকলে সুপ্ত হইলে এই

শোককাতরা বিধবা নীরবে কাঁদিয়া শয্যা ভিজাইতেন। ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার উপায় নাই,—বিধবা একদিন আত্মহত্যা করা স্থির করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন "ললিতের কি হইবে?" আত্মহত্যার চিন্তা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া গেল। তিনি সকল সহনাতীত ক্লেশ সহ্য করিবার নিমিত্ত মনকে প্রস্তুত করিলেন।

বালক ললিত ঠিক বুঝিত না তাহাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দিন কয়েক কাঁদিয়া কাটিয়া খেলায় উন্মত্ত হইয়া সকল ক্লেশ ভুলিয়া গেল এবং মাতার উপর পূর্ব্ববৎ দাবী করিতে লাগিল। "মা! আজ আমায় একটা ঘোড়াওয়ালা ট্রাইসিকেল কিনিয়া দিতে হইবে। মা! আজ একটা খেল্‌না কিনিয়া দিতে হইবে", বলিয়া নিত্য-নূতন আব্দারের সৃষ্টি আরম্ভ করিল। মাতা চুপে চুপে তাহাকে বলিলেন "কাল কিনে দেব"। ললিত বহুকষ্টে সে দিনটা থামিয়া পরদিন আবার তাহার আব্দার ধরিল। মাতা পুনরায় কালিকার ওজরে তাহাকে নিরস্ত করিলেন। শেষে এক দিন ললিত তাহার মাতাকে বিষম ধরিয়া বসিল—"রোজ রোজ কাল দিব বলিলে শুনিব না, আজ দিতেই হইবে।" ঐশ্বর্য্যপালিত পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া এবং নিজেকে তাহার প্রার্থনা-পূরণে অক্ষম জানিয়া মাতা কাঁদিয়া ফেলিলেন। মাতাকে রোদন করিতে দেখিয়া ললিত জিজ্ঞাসা করিল "মা! তুমি কাঁদিলে কেন?" মাতা তাহার উত্তরে কিছু বলিতে না পারিয়া পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন—অশ্রুজল দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইয়া ললিতের মাথার উপর পড়িল। অজ্ঞান বালক কি জানি কোন্ জ্ঞানে বলিয়া উঠিল "না মা, আমার ট্রাইসিকেলে, খেল্‌নায় কাজ নাই।" কিন্তু পুত্রের এই ত্যাগস্বীকারে মাতার প্রবহমান অশ্রু বাড়িল বই কমিল

না। অমৃতবাবু অন্তঃপুরে প্রবেশকালীন অন্তরাল হইতে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন,—দয়ার অবতার, তিনিও চক্ষু শুষ্ক রাখিতে পারিলেন না।

২।৩ দিন পরেই একজন ভৃত্য একটি ট্রাইসিকেল ও কয়েকটি ভাল ভাল খেল্‌না ললিতের হস্তে দিয়া আসিল। আনন্দে উন্মত্ত বালকের, কে সে সমস্ত দিল, তাহা জানিবার অবকাশ রহিল না। সে দোতালার প্রশস্ত বারাণ্ডার উপরেই ট্রাইসিকেলটিতে চড়িয়া বসিল। বার কতক এধার ওধার করিয়া শেষে খেলনাগুলির প্রতি মনোযোগ করিল। মোটরকারটিতে এমন কসিয়া দম দিল যে একবারও না চলিতে চলিতেই তাহার স্প্রিং কাটিয়া গেল। কাটিয়া যাইবার ভয়ে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াগুলির দম এত কম দিল যে তাহা আদৌ চলিল না। যখন সে এই সমস্ত করিতেছে, এমন সময় তাহার মাতা অমৃতবাবুর একমাত্র কন্যা পঞ্চমবর্ষীয়া সুধার হাত ধরিয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পুত্রের প্রার্থিত এই সমস্ত আসবাব তাহার হস্তগত দেখিয়া পুত্রকে আলাদীনের প্রদীপটার অধিকারী জ্ঞানে বিস্মিত হইতেছিলেন। সুধা কিন্তু চট্ করিয়া ট্রাইসিকেলটিতে চড়িয়া বসিল, যেন তাহা বেওয়ারীশ। ওয়ারীশ, এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া দখল বজায় রাখিবার মানসে সশব্দে সুধার গণ্ডে এক বিষম চপেটাঘাত করিল। চপেটাঘাতের উপক্রম দেখিয়া তাহার মাতা হাঁ হাঁ শব্দে তাহাকে ধরিতে আসিলেন কিন্তু ক্ষিপ্রকারী পুত্র ততক্ষণ কাজ সারিয়া ফেলিয়াছে। অভিমানিনী ঠোঁট্ ফুলাইয়া চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। অপ্রত্যাশিত আঘাতে প্রথমে চীৎকার করিয়াই সে শব্দ ক্রমে বিলীন হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে পুনরায় শব্দ উঠিল এবং তখন ঘন ঘন চলিতে লাগিল। ক্রন্দন-শব্দে

বাটীর সকলে ত্রস্তে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পিসীমাতা ব্যাপার জানিতে চাহিলেন, অপরাধী পুত্রের অপরাধ বর্ণনা করিতে মাতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কথাটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দশটা ঢোঁক গিলিয়া, খুব নরমভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন। পুত্র তখন বিজয়-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া খেলনায় মনোনিবেশ করিয়াছে ; এবং মধ্যে মধ্যে রোরুদ্যমানা সুধার প্রতি গর্ব্বভরে কটাক্ষ করিতেছে ; ভাব্‌টা "কেমন ? আর কখন এমন করিবি ?" কথাটা নরমভাবে বলিলেও মাতাকে সত্য কথা বলিতে হইল। পিসীমাতা তখন গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন "এমন ছেলে মরে না, যমের বাড়ী যায় না, যার খায় তার পাল বেচে—সুধার গায়ে হাত ! যে বাছা আমার জীবনে মার খায় নাই তার গায়ে হাত, ভাত দেবে না পিণ্ডি দেবে !" পুত্রের এরূপ স্থানে গমন, এরূপ আহার্য্যের ব্যবস্থা মাতা দাঁড়াইয়া শুনিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে সেস্থান হইতে গোপনে রোদনের জন্য প্রস্থান করিলেন। তাহাতেও পিসীমাতার নিকট নিস্তার নাই ; তিনি উদ্দেশেই বলিতে লাগিলেন—"ভিখারীর ছেলের এত অহঙ্কার, হ'বা মাত্র নুন দিতে পারেন নাই ; আজই ওঁরা আপনার পথ দেখুন ; খাচ্ছিস্ দাচ্ছিস্ আছিস্ বাপু, তাই না হয় বেশ চুপ চাপ ক'রে থাক, ওমা তা নয়, যার খাবে তাকেই মার্‌বে। সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। কি জাত তার ঠিক নাই, কেমন চরিত্তির তা জানা নাই, দাদার যেমন কাজ, এসে বল্লে আর বাড়ীতে ঠাঁই দিলে !"

পিসীমাতা শেষে ললিতকে লইয়া পড়িলেন। "ওরে ও হতভাগা, হাড়হাবাতে, ড্যাক্‌রা ছোঁড়া, ওরে ও অলপ্পেয়ে ! বলি ও খেলানা কি তোর বাবা এনে দিয়েছে ?"

ললিত কাপড় চিবাইতে চিবাইতে সংক্ষেপে উত্তর করিল "না, তিনু দাদা দিয়েছে।"

পিসী। তিনুদাদা—তিনুদাদা তোর বাবার চাকর নাকি?

অকস্মাৎ পিসীঠাকুরাণীর মনে হইল তিনু এ সমস্ত পাইল কোথায়? বোধ হয় দাদা সুধার জন্য এ সমস্ত কিনিয়া দিয়াছেন তিনু ভ্রমবশতঃ ললিতের হাতে দিয়াছে; অথবা সুধার সাক্ষাৎ না পাইয়া ললিতের নিকট এই সমস্ত গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছে; হ্যাঙ্গলা ছেলে তাহা নিজে অধিকার করিয়াছে। অমনি তিনুকে ডাক পড়িল কিন্তু সে ভাগ্যক্রমে তখন বাটীতে ছিল না।

এমন সময় গোলযোগ শুনিয়া অমৃতবাবু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার জানিতে চাহিলেন। ভগিনীর মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন "ললিত বেশ করেছে, ও যদি সুধার একটা হাত ভেঙ্গে দিত, তবে আমি আরও একটু খুসী হতুম।" পিসীঠাকুরাণীকে মুখ-থাবড়া দিবার জন্যই তিনি একথা বলিলেন, নতুবা তিনি বিলক্ষণই জানিতেন যে বালিকা সুধার পক্ষে অপরের ট্রাইসিকেল চড়িয়া বসাটা এমন কিছু গুরু-তর অপরাধ নহে।

পিসীঠাকুরাণীত অবাক্ হইয়া গালে হাত দিলেন; একমাত্র মেয়ে,—শিবরাত্রির সল্‌তে, তাহাকে যে প্রহার করিয়াছে সে যে তিরস্কারের পাত্র—তা সুধার যত দোষই থাক্—ইহাই পিসীঠাকুরাণীর ধারণা।

প্রকৃতপক্ষে একমাত্র তাঁহারই অন্যায় আদরে মাতৃহীনা সুধা নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। সুধার দাবীর অন্ত ছিল না, বেলা বারোটার সময় হয়ত বলিয়া বসিত "পাঁঠার ঝোল নইলে ভাত খাব না", বৃক্ষশিরে হনুমান

দেখিলে ঝোঁক ধরিত—"উহা আমার নিকট এখুনি বাঁধিয়া আনিয়া দাও" ইত্যাদি। তাহার বরাতগুলি মানব-ক্ষমতার আয়ত্তের মধ্যে কিনা তাহা নিজেতো বুঝিতই না, অপর কেহ বুঝাইতে গেলেও কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইত। একমাত্র অমৃতবাবু ব্যতীত সে আর কাহাকেও ভয় করিত না। সুধা, যে পিসীমাতার আদরে বৰ্দ্ধিত, সেই পিসীমাতাকেই অধিকাংশ সময়ে তাঁহার প্রদত্ত আদরের ফলভোগ করিতে হইত এবং তাহা শারীরিক মানসিক উভয় ভাগেই বিভক্ত ছিল। ঝোঁক সামলাইতে পিসীমাতার প্রাণান্ত হইত। তথাচ এই স্নেহশালিনী অভিভাবিকা মাতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে আদর দিতে ক্ষান্ত হইতেন না। নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ-বিধবার সংসারে সুধা ব্যতীত আর অবলম্বন ছিল না।

পিসীমাতা। তোমার বিচার ত বেশ দেখ্‌তে পাই। সুধার খেল্‌না সুধা লইবে, তাহাতে ও ছোঁড়া সুধাকে মারিবে কেন?

অমৃতবাবু। খেল্‌না সুধার নহে, খেল্‌না ললিতেরই।

পিসী। ললিত খেল্‌না কোথায় পাইল?

অমৃত। যেখানে পা'ক খেল্‌না তাহারই। সে সুধাকে অন্যায় করিয়া মারে নাই।

পিসী। অন্যায় করিয়া মারে নাই! ললিতের উপর তোমার এত টান,—কোথাকার কে!

অমৃত। আমার পুত্র। শুনিয়া রাখ, ললিতকে আমি জামাতা করিব। এখন হইতে সেই অনুযায়ী তাহাকে যত্ন করিবে।

পিসী। আমার দায় পড়ে গেছে ও হাবাতে ছেলেকে যত্ন কর্‌তে। তুমি কর গিয়ে, আমার দ্বারা ও সব হবে টবে না।

অমৃত। বেশ তাই ক'রব। এস বাবা আমরা বাহিরে যাই।

অমৃতবাবু ললিতের হাত ধরিলেন। ললিত অমৃতবাবুর উপর মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিল "তুমি আমার ট্রাইসিকেলটা কাঁধে করিয়া লইয়া চল, খেলনাগুলো আমি আঁচলে লইতেছি"।

৩

কলিকাতায় একটি বাসা ভাড়া লইয়া, চাকর-ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া অমৃতবাবু ললিতের পাঠের ব্যবস্থা করিলেন। বুদ্ধিমান বালক সম্ভবমত সত্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইল। শেষে ওকালতী পাস করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতে মনস্থ করিল। তখন অমৃতবাবু বলিলেন "তোমাকে ওকালতী করিতে হইবে না। তুমি আমার বিষয়কর্ম্ম দেখ।" সুতরাং ললিত অমৃতবাবুর বিষয়কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিল।

অমৃতবাবু সুধার একাদশবর্ষে ললিতের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। কিন্তু সেই চপেটাঘাতের ব্যাপারের পর হইতে সুধা ললিতকে মোটেই দেখিতে পারিত না। বিশেষতঃ পিসীমাতা ললিতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সর্ব্বদাই সুধাকে উত্তেজিত করিতেন। অমৃতবাবু যে পরিমাণে ললিতকে স্নেহ করিতে লাগিলেন, পিসীমাতাও ঠিক সেই পরিমাণে তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। শেষে যখন অমৃতবাবু তাঁহার স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ একমাত্র কন্যাকে ললিতের হস্তে সম্প্রদান করিলেন, তখন ক্রুদ্ধা পিসীমাতা তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া এক দূরসম্পর্কীয়া ননদের বাটীতে আশ্রয় লইলেন। অমৃতবাবু অপযশের ভয়ে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য অনেক

সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহাকে ফিরাইতে সক্ষম হইলেন না। এ ঘটনা যদি বিবাহের পূর্ব্বে হইত তবে বিবাহ স্থগিত করিয়া তাঁহার ক্রোধ উপশম করা সম্ভবপর ছিল; কিন্তু এখন আর উপায়ান্তর কি?

স্নেহশালিনী পিসীমাতার প্রতি কর্ত্তব্যবোধে সুধা নিজের এবং পিসী-মাতার হইয়া ললিতের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। ললিত একগ্লাস জল চাহিলে বলিত "আমার দায় পড়ে নাই, যার ইচ্ছা হ'বে, গড়িয়ে খা'বে।" সকাল সকাল ভাত চাহিলে বলিত "কে রাঁধুনী আছে যে বাবুর জন্যে তিন সকাল রেঁধে দেবে?" ইত্যাদি।

কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাব আসিয়া সুধাকে আশ্রয় করিয়াছে, সে নিজেই তাহা বোঝে না।—ললিত তাহার ঝগড়া করিবার পাত্র, তাহার সহিত ঝগড়া করিতেই হইবে। বয়স যত বাড়িতে লাগিল, এই ঝগড়া করার প্রবৃত্তিটাও ততই বাড়িতে লাগিল, শেষ এমন হইয়া দাঁড়াইল যে যে দিন সে ললিতের সহিত ঝগড়া করিবার বা তাহার অবাধ্যতাচরণের কোন সুবিধা না পায় সে দিনটা যেন তার বিফল হইয়া যায়।

সুধার এই অবাধ্যতাচরণের অন্তরতমস্থলে যে একটা আনন্দ ছিল—ললিতের অবাধ্যতাচরণ করা অপেক্ষা তাহার জীবনে যে অপর কোন প্রিয়তর কার্য্য ছিল না,—একদিন তাহার অবাধ্যতাচরণ করিতে পারিলে প্রয়োজন হইলে তাহার বিনিময়ে সুধা যে তাহার আপনার বলিতে যাহা কিছু অনায়াসে দিতে পারিত, এ রহস্যটুকু কিন্তু ললিত বুঝিত না। প্রথম প্রথম এ সমস্ত ললিতের বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিত, কিন্তু অসহ্য হইলেও কখনও সুধাকে রূঢ় প্রত্যুত্তর প্রদান করে নাই। বাল্যের

কোপনস্বভাব বালক কেমন করিয়া যে এত শান্ত প্রকৃতি ধারণ করিল তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। ললিত তাহার মাতার সঙ্কোচপূর্ণ ব্যবহার, পিসীমাতার রূঢ় আচরণ দেখিয়া জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বুঝিয়াছিল যে তাহার আব্দার নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা হইতেছে, এই ভাব মনে প্রবেশ করিবামাত্র সে ক্রমে ক্রমে শান্ত হইয়া পড়িল।

উত্তরে প্রত্যুত্তর না পাইয়া কলহে সুধার উৎসাহ থাকিত না, বিশেষ ললিতের একান্ত নিরীহ ব্যবহার, সুধার সকল অত্যাচার মাথা পাতিয়া লওয়া প্রভৃতি, অনেক সময় তাহার নারীহৃদয়ে আঘাত দিত এবং ললিতের পায়ে গিয়া লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিত। কিন্তু কার্য্যে কোন দিন তাহা হইয়া উঠিল না। বাপরে! সুধা কেমন করিয়া নিজমুখে বলিবে "ওগো! দোষ যে সবই আমার, তোমার তো তুলনা নাই, তুমি যে মূর্ত্তিমান্ সহিষ্ণুতা।" ললিত যখন কাতর নয়নে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া তাহারই প্রদত্ত অপমান, তিরস্কার সহ্য করিত তখন সুধার নারীহৃদয় কাঁদিয়া উঠিত এবং তাহার কলহের মধ্যে অন্তরের উত্তাপ অনেক কমিয়া যাইত। সে মনে মনে ভাবিত "ইহার অপরাধ কি? কি দোষে আমি ইহাকে এমন জ্বালাতন করি?" কিন্তু স্নেহশালিনী পিসীমাতা, ললিতের জন্যই দূরপ্রস্থিতা বলিয়া, এবং ললিতের প্রতি তাঁহার বিরাগ স্মরণ করিয়া, সে একদিনের জন্যও কলহে বিশ্রাম দেয় নাই। শুধু তাই নয়, ললিত যে কার্য্য করিতে নিষেধ করিবে তাহাকে সে কার্য্য সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। এমনি করিয়াই সুধা অন্তরে বাহিরে বিভিন্ন হইয়া কার্য্যতঃ ললিতের জীবন তিক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। সুধা যখন একান্ত আগ্রহের সহিত অন্য চিন্তা বিরহিতা হইয়া

ললিতের সহিত এই কলহে প্রবৃত্তা ছিল তখন তাহার চারিদিকে অলস প্রতিবেশীমণ্ডলী তাহাদের কাল কাটাইবার জন্য তাহার সম্বন্ধে যে সমস্ত কাল্পনিক ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া সাধারণের আলোচনাক্ষেত্রে বীজের মত বপন করিয়া যাইতেছিল—সেই সমস্ত বীজের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিবার তাহার অবসর ছিল না। সে ভাবিত তাহার কৃত কার্য্যের সহিত অপর কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাহাদের ক্ষুদ্র জগতের বাহিরে যে একটা বড় জগৎ আছে এবং সেই জগতে যে ইহার অনুরূপ ফল ফলিতে পারে সুধা তাহা স্বপ্নেও মনে করে নাই। ব্যাপারটা যখন ললিতের গোচর হইল তখন বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।

ললিত অনেক সহিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না! স্ত্রীর প্রতিকূলতাচরণজনিত অপমানের সহিত এই কলঙ্ক-সংবাদে কত কথাই মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার জননী তখন স্বর্গগতা, তাঁহার কথা মনে পড়িল, জননীর নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিল—সেই নৌকাডুবির কথা, তাহার শৈশবজীবনের কথা, আরও কত কি! আজ যেন মনে হইল সেই নৌকাডুবিতে মৃত্যু হওয়াই তাহার বিধিলিপি ছিল, যেন এক দুর্দ্দান্ত অশরীরী দানব এইরূপে যাতনা দিবার জন্য, সে দিন তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। ললিতের জীবনে ঘৃণা ধরিয়া গেল।

সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া—নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বেই টলিতে টলিতে আসিয়া ললিত যখন শয্যাগ্রহণ করিল,—দেখিয়াই সুধা চমকিয়া উঠিল। কেমন করিয়া যেন তাহার মনে হইয়া গেল—কপাল ভাঙ্গিয়াছে,—জন্মের মত তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। একবার ভাবিল

স্বামীকে কিছু জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিল না। অন্ত লজ্জা নহে, কখনও তো সে সাধিয়া ললিতকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই,—তবে আজ কি করিয়া সাধিয়া জিজ্ঞাসা করিবে? সে নীরবে অন্য দিনের মত তাহার শয্যার নির্দ্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিল।

কক্ষ কোণে একটি কেরোসিন আলোক জ্বলিতেছিল, নীল-ফানুষে আলোকের উগ্রতা ছিল না। কেবলমাত্র একটি স্নিগ্ধজ্যোতিঃ বিস্তৃত-গৃহ আলোকিত করিতেছিল।

ঘুমঘোরে, কি মৃত্যুঘোরে, ললিত পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে তাহার অলস হস্ত পাশবালিশ অতিক্রম করিয়া সুধার গায়ে আসিয়া পড়িল। অন্য দিনের মত আজ কিন্তু তাহা সরাইয়া দিবার উদ্যম সুধার ছিল না। ললিত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "সুধা ঘুমাইয়াছ কি?" সুধার তখন চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতেছিল। কিন্তু আজ ললিতের সেই কাতরতা-মাখান ধীর স্বর তাহার কর্ণে বীণার ঝঙ্কারের মত শুনাইল—অশ্রুপ্রবাহ আরও বর্দ্ধিত হইল। ললিত আবার জিজ্ঞাসা করিল "সুধা কি ঘুমাইলে?" সুধা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিল "কেন?" এই "কেন" আজ ললিতের কর্ণে বড় মধুর ঠেকিল। কারণ আজ তাহাতে ক্রোধের ঝঙ্কার নাই, কলহের আভাস নাই, আজ তাহা অনুতাপদীর্ণ, প্রণয়পূর্ণ প্রেমসম্ভাষণের রূপান্তর মাত্র। ঐ "কেন"র মধ্যে ক্ষমাপ্রার্থিনীর একটা অস্পষ্ট ব্যাকুলতাও বুঝি বুঝা যায়। "একবার এদিকে ফিরিবে কি? আমার কয়েকটি কথা বলিবার আছে।" জীবনে এই প্রথম সুধা ললিতের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিল—সুধা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। "আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে আমাকে মর্ম্মপীড়িত করি-

বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে ? থাক্ —সব কথা বলিতে আমার সময়ে কুলাইবে না। সুধা! আমি চলিয়া যাইতেছি—"

ললিতের কথার জড়তায়, বলিবার ভঙ্গীতে, এবং শারীরিক অবস্থা দেখিয়া সুধার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে ললিত কোন বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করিয়াছে। দারুণ ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল! তাহার সেই সমস্ত অনর্থক অভিমান, অনর্থক কটূক্তির ফলে আজ কি তবে সে পতিপ্রাণহন্ত্রী হইতে চলিয়াছে ? সে সুধার কি—সময় ? সুধা,—দাম্ভিকা, কর্কশভাষিণী, অভিমানিনী, মুখরা সুধা আজ এমন সময়ে বলিবার কথা খুঁজিয়া পাইল না, শুধু বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। ললিত সে ভাব লক্ষ্য করিল। তাহার এই চাঞ্চল্যের মধ্যে তাহার মুখ ফুটিয়া ক্ষমা প্রার্থনার অক্ষমতা বুঝিতে পারিল। ললিত বহুকষ্টে তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল "সুধা"! সুধা উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ললিত শেষ একটা চুম্বনের জন্য মুখ উঠাইল, কিন্তু পারিল না—পড়িয়া গেল। সুধা তাহা বুঝিতে পারিল, স্বামীর সেই মৃত্যুছায়া সমাকীর্ণ মুখে তাহার মুখটি মিলাইয়া দিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু হায়! তখনও সেই দারুণ, কি বলিব ?—লজ্জা, না স্বভাব, না অনুতাপ—আসিয়া বাধা দিল। সেই অন্তিম-শয্যাশায়ীর অন্তিম প্রার্থনা পূরণ করিতে গিয়াও সে পারিয়া উঠিল না। শুধু অশ্রুধারায় শয্যা ভাসাইতে লাগিল। উপায় বিধান করিবার জন্য চীৎকার করিয়া তাহার পিতাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহাও পারিল না। ললিতের গলায় ঘড় ঘড় শব্দ উঠিয়া শেষ শ্বাস বহির্গত হইয়া গেল। তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও সুধা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিল না।

* * * * * *

পিসীমাতা আসিয়া সুধাকে সান্ত্বনা দিলেন, সুধা কেবলমাত্র তাঁহার মুখের দিকে একবার ঘৃণাভরে তাকাইয়া মুখ নামাইল। পাড়া-প্রতিবাসী আসিয়া চীৎকারে অট্টালিকা বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু সুধা ফল্গুর জলভারের ন্যায় অন্তরে অন্তঃসলিলা শোকভার বহন করিয়া অশ্রুশূন্যনেত্রে চাহিয়া রহিল। আজ তাহার শোক বুঝি রোদনেরও অতীত!

বিবেচক

সনৎকুমার যে নির্ব্বোধ ছিল এমন নহে। তুচ্ছ কাজ করিবার আগেও স্বভাববশে সেটার ভালমন্দ দুইটা দিকই তাহার মনে উদয় হইত। তবে সকল সময়েই যে সে কেবল ভালটাই করিত বা করিতে পারিত এমন নহে। কেহই পারে না।

সনৎ ধনীর সন্তান। বাল্যে পিতৃহীন হইয়া সে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিল; এবং ফলস্বরূপ চরিত্ররক্ষা করিতে পারে নাই। মন্দ জানিয়াও স্থানবিশেষে গমন বা মদ্যাদি সেবনে সে বিরত হইতে পারিত না। এজন্য সে অনুতপ্ত হইত—ভাবিত কেন করি? কিন্তু প্রলোভন এড়াইতে পারিত না, পুনরায় গা ঢালিয়া দিত। তবে তাহার বুদ্ধিমত্তা ও বিবেক-শক্তির বলে সে এইরূপ অবস্থাতেও এম, এ, বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। বি, এল, পাশ করিয়াছিল বটে কিন্তু ওকালতী করিবার তাহার ইচ্ছাও ছিল না আবশ্যকও ছিল না। একটা রাজার ঐশ্বর্য্য যাহাকে পরিচালনা করিতে হইবে, তাহার অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে চলিবে কেন? সে বিষয়-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল, কিন্তু বৈষয়িক-চাপও তাহার "স্ফূর্ত্তির প্রাণকে" কোণঠেসা করিতে পারিল না। পাঠ্যাবস্থায় সনৎ যে সমস্ত পাশবিক ক্রীড়ায় শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিল এখনও মাঝে মাঝে সেগুলির চর্চ্চা করিত। তদ্ভিন্ন তাসের নানাবিধ খেলা ও কৌশল, নানা প্রকার ম্যাজিক, নানা প্রকার সঙ্গীতের চর্চ্চাও ছিল। রকমারি সঙ্গীত ও সুমধুর স্বরের জন্য সে বন্ধুবর্গের নিকট বিশেষ

আদৃত হইত। বৃদ্ধের মজলিসে "রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা"; সৎ-বন্ধুদের নিকট "কেন বঞ্চিত হ'ব চরণে" "কেন যামিনী না যেতে জাগালে না" অথবা "কেন এত সুন্দর শশধর, ও সে তারি রূপ অনুকারী" এবং আপন ইয়ারদের নিকট "আমি সাধ ক'রে প্রাণ লুটিয়ে দিই তার পায়" প্রভৃতি উচ্ছ্বাসভরে গাহিয়া সকলের অবিসম্বাদিত প্রশংসা লাভ করিত। তাহার বিশেষত্বের মধ্যে ছিল,—যখন যে গানই গাহিত তাহা প্রাণ দিয়া গাহিত; যখন সে গাহিত—

"(আহা) তাই যদি নাহি হবে গো—
পাতকী-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে তুলে না ল'বে গো
হয়ে পথের ধূলায় অন্ধ, ঘাটে দেখিব কি খেয়া বন্ধ
তবে পারে ব'সে পার কর ব'লে পাপী কেন ডাকে দীন শরণে॥"

তখন তাহার নিজের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত, সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদিগেরও মন গলিয়া চোকের পাতা ভিজিয়া যাইত। আবার যখন সুরকে নানাভাবে তরঙ্গিত করিয়া সে গাহিত "বল তায় কথায় রাখিব কত ঠেলে" তখনই সেই তরঙ্গের খাঁজে খাঁজে তন্ময় যুবক-শ্রোতাগণের বাঃ বাঃ বাহবা চীৎকারে আসর জমিয়া আসিত।

যে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র, যে নানা প্রকার প্রাণমাতানো গুণের অধিকারী, বিশেষতঃ যে সুরসিক—সে যে সকলের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? বাস্তবিকই তাহার ব্যবহার বড় আমায়িক ছিল। কাহাকেও সে আঘাত দিত না; যে যেমন তাহাকে সেই রকমেই সন্তুষ্ট করিত,—সত্য কথা বলিয়াই সন্তুষ্ট করিত। যেখানে সত্য কথা বলিতে গেলে অপ্রিয় হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে চুপ করিয়া যাইত।

তবে "তাহা মিথ্যা" না বলিলেও যাহাতে ধরিবার ছুঁইবার কিছু নাই, এমন মিথ্যা-কথা ক্ষেত্র-বিশেষে যে ব্যবহার না করিত এমন নহে। এমন লোকের শত্রু খুব কমই থাকে, সনৎও প্রায় অজাতশত্রু ছিল। দুই-দশজনে অবগত থাকিলেও তাই তাহার চরিত্র-দোষ সম্বন্ধে নির্দ্দয়ভাবে কেহ কখনও আলোচনা করিত না, বরং সনতের বিনা অনুরোধেও তাহার দোষ—অপরের নিকট ঢাকিবারই চেষ্টা করিত। সনৎ কেলেঙ্কারীর পথে কখনও যাইত না। সনৎ, সরল, বিবেকবান্, অসরল, হীনমতি, ভিতরে এক—বাহিরে আর, personality বিহীন প্রভৃতি যাহাই প্রতিপন্ন হউক, সে যাহা ছিল—তাহারই আভাস যথাযথ দেওয়া হইল।

২

সনতের বিবাহ হইয়াছিল ধানবাদের প্রধান উকীল বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত। উকীল বাবু বিপত্নীক, তাঁহার সংসারে দুইটিমাত্র কন্যা। সনতের স্ত্রী 'বেণু' প্রায়ই সনতের বাটীতে থাকিত। উকীল বাবুর দ্বিতীয় জামাইটিও উকীল। তিনি বৃদ্ধ-শ্বশুরের প্রসার-প্রতিপত্তি লাভের আশায়—ধানবাদেই ওকালতী আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থা—মন্দ নহে, তবে 'পায়ের উপর পা' দিয়া বসিয়া খাওয়া চলে না। দুর্গাদাস বাবু লোকটি কিছু নূতন রকমের; মেজাজটি একটু খিটখিটে, চুলগুলো যেন—কাকের বাসা, টেরী কাটা দূরে থাক্—চুলে চিরুণী দেওয়াও তিনি আবশ্যক বোধ করিতেন না। স্নানের সময় মস্তকে এবং সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর পরিমাণে সর্ষপ তৈল মালিশ করিয়া—গামছা,

তোয়ালে’ বা সাবান দ্বারা তুলিয়া ফেলিতে তাহার অবসর হইত না। ফলে—কাণে ও মুখে যে পরিমাণে তৈল লাগিয়া থাকিত, তাহাতে কেহ গা ঘসিয়া লইলে তাহার তেল মাখার কাজ হইয়া যাইত। তিনি গোঁফ-দাড়ি দুইই কামাইতেন, কিন্তু ক্ষৌর-কার্য্য সাতদিন বা ততোধিক দিন অন্তর সম্পাদিত হইত বলিয়া, মনে হইত যেন গোঁফ-দাড়ির স্থানে কে কতকগুলি পেরেক বসাইয়া দিয়াছে। তিনি ঘন ঘন পান খাইতেন এবং সকল দিন দাঁত-মাজা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না, বা আলস্য বশতঃ পারিয়া উঠিতেন না। কাহারও খাইবার সময় সম্মুখে তিনি দাঁত মেলিয়া বসিয়া থাকিলে ভোক্তার ভাত রুচি হইত না, তাঁহার নিজের কেমন করিয়া রুচিত, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কুৎসিত ছিলেন না। তাঁহার বর্ণ পরিষ্কার এবং অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দর ছিল। নতুবা বৃদ্ধ উকীল বাবু নিশ্চয়ই একটা কদাকার জীবের সহিত তাঁহার রূপসী কন্যার বিবাহ দিতেন না। বৃদ্ধ উকীল বাবু যখন পাত্র দেখিতে যান, তখন বোধ হয় দুর্গাদাস বাবুর পিতা-মাতা বা বন্ধু-বান্ধবেরা—তাঁহার চুল ছাঁটাইয়া, টেরী কাটাইয়া, ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন ও দন্ত পরিষ্কার করাইয়া উকীল বাবুর সম্মুখে বাহির করিয়াছিলেন। তথাচ শুনিতে পাওয়া যায়, দুর্গাদাস বাবু সেইটুকু সময়ের মধ্যে চারিবার দক্রু চুল্‌কাইয়া ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ উকীলের চাল্‌সে’ ধরা নজরে তাহা ধরা পড়ে নাই। বিবাহের কিছুদিন পরেই উকীল বাবু—বুঝিতে পারেন যে এই কনিষ্ঠ জামাতাটি সুশ্রী হইলেও নিতান্ত অপরিষ্কার; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য তিনি দুই চারিবার দুর্গাদাস বাবুকে উপদেশও দিয়াছিলেন, —কিন্তু “স্বভাব যায় না—ম’লে”। শেষে তিনি নিরস্ত হইয়াছেন।

কিশোরী রেণু সুন্দরী—তন্বী, দেহলতা প্রায় যৌবন-শ্রীর সীমায় উপনীত হইয়াছে। তাহার হাসিতে, কথায়, চাহনীতে ও ভঙ্গীতে একটা বয়সোচিত চাঞ্চল্য যেন উদ্বেল হইয়া উঠিত। অল্প আঘাতেই দমিয়া যায়, আবার কাষ্ঠ রসিকতাতেও হাসিয়া আকুল হয়। বেশ-বিন্যাসের প্রতি তাহার বিশেষ লক্ষ্য। পাতা কাটিয়া চুল বাঁধা, গোলাপী রংএর সামিজের উপর ফিনফিনে সাড়ী, কোন দিন বা কাল' জরি পে'ড়ে সাড়ী পরা, এসেন্স মাখা এবং আরসীতে শ্তরার করিয়া নানা-প্রকারে মুখ দেখা প্রভৃতি কার্য্যে সে প্রত্যহ অনেকটা সময় ব্যয় করিত। ছোট সংসার, হাতে বিশেষ কোনও কাজও ছিল না ; এই সমস্তই কাজের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় লাইব্রেরী হইতে নভেল, নাটক আনাইত এবং প্রায় দিবারাত্রি তাহাই পড়িত।

স্ত্রীর স্বভাব স্বামীর ঠিক বিপরীত ছিল বলিয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই খিটিমিটি চলিত। দুর্গাদাস বাবু সন্ধ্যা-গায়ত্রী করিতেন, রেণু বোধ হয় বাল্যকালেও শিবপূজা করে নাই এবং এখন উপন্যাস পাঠেই তাহার সমধিক আগ্রহ লক্ষিত হইত। ফলে কি স্বামী কি স্ত্রী, কাহারও মনে তেমন সুখ ছিল না। রেণু গতানুগতিকভাবে স্বামী-সেবা করিত এবং দুর্গাদাস বাবুও গতানুগতিকভাবে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য করিতেন ; ভালবাসার সঞ্চার দুর্ভাগ্যক্রমে হয় নাই।

৩

রেণুর কোনও বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে আপনার সুখে আপনি ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামীর ভালবাসা ও যত্ন, স্বামী কর্ত্তৃক

উপহৃত মনোমত রত্নালঙ্কার, দাস-দাসীর উপর অপ্রতিহত প্রতিপত্তি, প্রতিবাসিনীগণকে যথেচ্ছ দান প্রভৃতি তাহাকে নিজের আলয়ে সম্রাজ্ঞীর আসন দান করিয়াছিল। দুঃখের লেশ না থাকায় সে অপরেরও দুঃখ লক্ষ্য করিতে পারিত না। তাই সে দুর্গাদাস ও রেণুকে সুখী বলিয়াই ধারণা করিয়াছিল, এবং সেই ভাবেই উভয়কে ঠাট্টা তামাসা করিত! রেণু' এবং দুর্গাদাস বাবুও নিজেদের দাম্পত্য-জীবনের অসম্পূর্ণতা অন্যের সমক্ষে প্রকাশ করিতে লজ্জিত হইয়া সুখী-দম্পতীর মতই উত্তর করিত। কিন্তু এই ছলনায় উভয়েই বেদনা পাইত; উভয়েই ভাবিত কেন আমরা যেমন দেখাই তেমন হইতে পারি না। এমন কোন গুরুতর ব্যবধান তো আমাদের মধ্যে নাই, যাহাতে আমাদের পরিপূর্ণ মিলনের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে। তথাপি কেন এমন একটা ব্যবধান রহিয়া গেল? সামান্য দুই চারিটা বিষয়ে যে যৎসামান্য মতদ্বৈধ রহিয়াছে তাহাতো তেমন মারাত্মক নহে, কিন্তু হায়! সেই যৎসামান্য বিষয়গুলিই পরস্পরের মধ্যে এক সুদীর্ঘ প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে।

ঘটিত তুচ্ছ ঘটনা; কিন্তু প্রতিদিনের তুচ্ছতা একত্রিত হইয়া পরিণাম-ফল দাঁড়াইয়াছিল বড় গুরুতর। দুর্গাদাস বাবু পিতৃধন-গর্ব্বিতা স্ত্রীকে তাহার সৌখিনতার জন্য স্পষ্ট করিয়া তিরস্কার করিতে পারিতেন না; অধিকাংশ সময়েই মুখভার করিয়া থাকিতেন, কখন বা তরকারীতে লুণ কম হইলে ঠেস্ দিয়া বলিতেন "বাজে কাজেই দিন কাটাও, তার চেয়ে যদি মাঝে মাঝে এসবগুলো একবার করে' দেখ তবে লোকে খেয়ে বাঁচে।" রেণু বুঝিত দুর্গাদাস বাবু কোন্ উদ্দেশ্যে এইরূপ কথা বলিতেন কিন্তু আসল কথা এড়াইয়া ঐরূপ শ্লেষোক্তির জন্য খাবার দাবার দেখিতে

তাহার প্রবৃত্তি তো হইতই না, পক্ষান্তরে স্বামীর এই স্পষ্ট কহিবার দুর্ব্বলতার জন্যই হউক বা অন্তরস্থিত অন্য কোন অজানিত স্বভাব বশতই হউক তাহার বদনে বিরক্তির চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিত এবং যথাসাধ্য বিরক্তি দমন করিয়া সংযত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিত "কি এমন বাজে কাজে সময় কাটাই?" দুর্গাদাস বাবু তাহার কোন উত্তর দিতে পারিতেন না; কারণ তাঁহার মনে হইত এ ব্যাপারকে আর ঘাঁটাইলেই হয়ত একটা ঝগড়া কেলেঙ্কারী উঠিবে তাই তিনি নীরব থাকিতেন, ফলে উভয়েরই মন তিক্ত হইয়া উঠিত! রেণু যে ব্যাপারটিকে প্রাণতুল্য ভালবাসে, যাহা সে কোনো কালে ত্যাগ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে না, তাহার সেই প্রিয় প্রসাধনের উপরই স্বামীর এইরূপ আক্রোশ তাহার সমস্ত অন্তরাত্মাকে স্বামীর প্রতি বিরূপ করিয়া দিত। স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করিয়া বলার একটা গুণ এই যে ঝগড়াই হউক বা অপরাধই স্বীকার করুক, মনটা পরিষ্কার হইয়া যায় এবং ব্যাপারটাও সঙ্গে সঙ্গে চুকিয়া গিয়া আর পীড়া দেয় না।

বেণু ধানবাদে থাকিলে সনৎও মাঝে মাঝে ধানবাদ আসিত এবং ৫।৭ দিন—কখনও বা মাসাবধি থাকিয়া যাইত। ধানবাদে আসিলে তাহার হাতে কোন কাজ-কর্ম্ম থাকিত না, কখনও বা ঝরিয়ায়, কাতরাসে গিয়া কয়লার খনির মধ্যে নামিত, কখনও বা সাহেবদের সঙ্গে ফুটবল খেলিত, কখনও নিজের সুবৃহৎ মোটরকারটিতে পণ-খানেক সাহেব মেম বোঝাই করিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ ধরিয়া বেড়াইতে বাহির হইত। কোন দিন বা জিমখানায় গিয়া বলনাচে যোগদান করিত। বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের সহিত যথেষ্ট সদ্ব্যবহার

করিলেও চাক্‌রে' বাবুরা তাহার আমিরী-চাল্‌ দেখিয়া তাহার সঙ্গে মন খুলিয়া মিশিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। একটা সম্ভ্রমের ব্যবধান আপনি মাঝে আসিয়া দাঁড়াইত। সনৎ তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রথম প্রথম কয়েকবারই বলিয়াছিল, যে "আপনারা অমন করেন কেন? আপনারাও ভদ্রলোক আমিও ভদ্রলোক, সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকিব এইটাইত বাঞ্ছনীয়।" কিন্তু তবু তাঁহারা সম্ভ্রম প্রদর্শনে বিরত হইতে পারিত না। সনৎ কি আর তাহারা কি—এ ধারণা জন্মগত সংস্কারের ন্যায় তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। প্রাণ খুলিয়া না মিশিলে আমোদপ্রিয় লোক আমোদে সুখ পায় না। সাহেবরা অবস্থার তারতম্য সত্বেও সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া সমানভাবে মিশিতে পারিত বলিয়া অগত্যা সনৎ তাহাদেরই সহিত বেশী মেলা-মেশা করিত।

সন্ধ্যার পর সকল দিন মিশিবার লোক পাইত না। কারণ বিশেষ বিশেষ দিন ব্যতীত সাহেবেরা রাত্রি ৮টার মধ্যেই জিমখানা হইতে চলিয়া যাইত। রাত্রি ১১॥ টা ১২ টার কমে আড্ডাধারী সনৎ ঘুমাইতে পারিত না; কাজেই তাহাকে আমোদান্তরের সন্ধান করিতে হইত। তাই জিমখানা হইতে আসার পর সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া রেণু ও দুর্গাদাস বাবুকে লইয়া তাস খেলিতে বসিত। কিন্তু দুর্গাদাস বাবুকে লইয়া খেলা প্রায় অচল হইয়া উঠিত। একেত খেলা জানিতেন না, তাহা ছাড়া এই সমস্ত খেলা-ধূলাকে তিনি অযথা চাপল্যের মধ্যে গণ্য করিতেন; নিতান্ত সনতের কথা ঠেলিতে না পারিয়া খেলায় যোগ দিতেন, কিন্তু এমন গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিতেন, যে কি একটা অনির্দ্দিষ্ট কারণের জন্য সকলের মুখেই সমান গাম্ভীর্য্য আসিয়া দেখা দিত। আমোদের কথা

দূরে থাক্, সহজ কথাবার্ত্তাও ভালভাবে জুটিয়া উঠিত না—কেবল কলের পুতুলের মত রঙে রঙ মিলাইয়া তাস ফেলিয়া দিয়া যাইত। দুই দশের উপর গোলাম মারিলেও, গোলামটি বদ রংএর সাতার মত ধীরে সহজে নিক্ষিপ্ত হইত, তাহার মধ্যে চীৎকার বা আনন্দ-জ্ঞাপক কোন ভঙ্গীই পরিলক্ষিত হইত না। এমন করিয়া কাক কাটিয়া আমোদ করিতে কাহার ভাল লাগে? ইহাদেরও ভাল লাগিত না। সনৎ ও বেণু এমন কি রেণুও মনে মনে ভাবিত, এ লোকটাকে খেলা হইতে বাদ না দিলে খেলিয়া কোন সুখ নাই। সনৎ ও বেণু, রেণুর মনে আঘাত লাগিবার ভয়ে মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিত না। মুখ ফুটিয়া বলিলে স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ হইবে এবং ফলে রেণু এই সুখী দম্পতীর চক্ষে হীন প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে, এই ভয়ে সেও মুখ ফুটিয়া এ ভাব প্রকাশ করিত না। কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা মনের বিরোধী হইয়া মুখে-চক্ষে এভাব প্রকাশ করিয়া দিত।

এমন সময় তাহাদের খেলার একটি সঙ্গিনী জুটিল। তাহার নাম সিন্ধু। সিন্ধু বৃদ্ধ উকীল বাবুর এক দূরসম্পর্কীয়া ভগিনীর কন্যা। দূর-সম্পর্কীয়া হইলেও নিকটতর সম্পর্কের অভাবে সিন্ধুর মাতা দূরকেই নিকট করিয়াছিলেন। তিনি বিপত্নীক উকীল বাবুর গৃহস্থালীর ভার গ্রহণ করায় উকীল বাবুও তাঁহাকে পাইয়া উপকৃত হইয়াছিলেন, কারণ গৃহিনীর পরলোকগমনের পর তিনি মাতৃহীনা কন্যা দুইটিকে লইয়া বড় বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখন বিনা বেতনে কেবলমাত্র মাতা ও কন্যাকে একটু ভাল রকম খোরাক পোষাক দিয়া এমন একজন গৃহস্থালী কর্ম্মে দক্ষ লোক পাইয়া যে নিজেকে উপকৃত বোধ করিবেন সেটা

আশ্চর্য্য নহে। সিন্ধুও তাই বেণু এবং রেণুর মত তাহার কন্যাস্থানীয়া হইয়াই তাঁহার বাটীতে থাকিত। রেণুর বিবাহের কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি নিজ ব্যয়ে একটি মধ্যবিত্ত পাত্র দেখিয়া সিন্ধুর বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বড়লোকের সংসারে বড়লোকের মত বাস করিয়া সিন্ধুর নজর বড় মানুষের মতই হইয়াছিল! ছাত্রবৃত্তি পাশ স্বামী এক উচ্চপ্রাইমারী পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেন এবং যে কয়টি টাকা বেতন পাইতেন তাহা তাঁহার জননীর পাদপদ্মে অর্পণ করিতেন। বধূ সিন্ধুর তাহাতে কোন দাবী-দাওয়া চলিত না। সিন্ধুর সেমিজ, সাবান, গহণা ইত্যাদি প্রাপ্তির উপায়ে শ্বশ্রূর এই অনধিকার হস্তক্ষেপ সংসারে অশান্তির আগুণ জ্বালাইয়া ছিল। শ্বশ্রূর গগনভেদী চীৎকারে বধূকে তিরস্কার এবং বধূর অতি মিহিস্বরে গাত্রদাহকারী সংক্ষিপ্ত উত্তর, সেই কুটীরটিকে কাক চিল বসিবারও অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাই উচ্চপ্রাইমারী স্কুলের কুলীন শিক্ষক মহাশয় মাতৃআজ্ঞায় দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিলেন; এবং সিন্ধু তাহার পিতৃস্থানীয় উকীল বাবুর স্কন্ধে পুনরায় আসিয়া ভর করিল।

সনৎ আর তাস খেলিতে দুর্গাদাস বাবুকে ডাকিল না। দুর্গাদাস বাবুও বাঁচিলেন। তাহার মার্কণ্ডেয় চণ্ডী-পাঠ বা মক্কেল আসিলে মক্কেলকে পরামর্শ দান আবার অবাধে চলিতে লাগিল। সনৎ বেণু রেণু, কাহারও খেলিবার সময় মুখ আর অপ্রসন্ন থাকিত না। রেণুর বিবির উপর সাহেব মারিতে পারিলে সনৎ বলিত "এই বিবি ধরেছি"। রেণু সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসিয়া কটাক্ষ করিত। সিন্ধু ও বেণু হাসিত; ভাবিত ভারি রসিকতা করিয়াছে! উহার অন্তর্নিহিত ভাব

হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি সরলা বেণুর ছিল না। তাই উদার হাস্যে গৃহ মুখরিত করিয়া দিত।

৪

সনৎ যে সমস্ত মনোহারী বিদ্যা সযত্নে আয়ত্ত করিয়াছিল তাহা এতদিন পুরুষ মহলে প্রদর্শন করিয়াই বাহবা কুড়াইতেছিল। একদিন সিন্ধু একটা তুচ্ছ তাসের বাজী দেখাইয়া যখন বেণু ও রেণুকে চমৎকৃত করিল, তখন সনৎও নিজের কেরামতী না দেখাইয়া নিরস্ত হইতে পারিল না। ফলে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর এই স্ত্রী-মণ্ডলীর মধ্যে তাহাকে নানাপ্রকার বাজী দেখাইতে বাধ্য হইতে হইল। কোন দিন বা তাসের বাজী দেখাইয়া, কোন দিন বা হামামদিস্তায় ঘড়ী চূর্ণ করিয়া, কোন দিন বা আড্ডাবাহী হুঁকার বাজী দেখাইয়া শ্যালিকাদ্বয়ের এবং স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতে হইত। তবে পেসাদারী বাজীকর যেমন কেবলমাত্র বাজী দেখাইয়াই নিস্তার পায়, সনৎ তাহা পাইত না। তাহাকে বাজীর গোপন-কৌশলগুলি পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিতে হইত। আমোদের অভিপ্রায়ে যদি কোন কৌশলটা বুঝাইয়া দিতে সে কৃত্রিম আপত্তি করিত, অমনি রেণু সুর ধরিত "কি ক'রে করলে বলনা সনৎ বাবু? দেখ দিদি সনৎবাবু বল্‌ছে না।" একবারে প্রিভিকাউন্‌সিলে মোকদ্দমা, ইহার আর আপিল নাই। প্রিভিকাউন্‌সিল্ আদেশ করিতেন "আহা দাওইনা ব'লে; ওর শেখবার ইচ্ছে হয়েছে,—আর দুটো সাক্‌রেতই যদি না করবে তবে তোমার এত বিদ্যে যে লোপ পেয়ে যাবে।" স্বামীর এই সমস্ত অসাধারণ ক্ষমতায় বেণু সনতের অপেক্ষাও গৌরব বোধ

করিত। "আমার স্বামীর এত গুণ" ইহা ভাবিতে গৌরবে তাহার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিত এবং স্বামীকে বারংবার এই ভগিনীদ্বয়ের সম্মুখে তাহার গুণাবলী প্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়া নিজে তৃপ্তিলাভ করিত।

স্বামী মহাশয়ও ইচ্ছা সত্বে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া স্ত্রীর সাধ্য-সাধনা লাভ করিতেন এবং গায়ে পড়িয়া বাহাদুরী দেখাইবার লজ্জাকর ব্যাপার হইতে অব্যাহতি পাইতেন। এজন্য তিনি মনে মনে স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। কারণ সে ঐরূপ সাধ্য-সাধনা না করিলে তাঁহার সমগ্র গুণাবলী এই রূপসী শ্যালিকাদ্বয়ের নিকট তিনি গায়ে পড়িয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। যিনি এ পথ পরিষ্কার করিয়া দেন তিনি যে কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কোথায়!

যাহাদের প্রশংসা পাইলে লোকে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে, তাহাদের নিকট যাহারা সর্ব্বপ্রকার বাহাদুরীশূন্য—তাহারাও একটা যা'তা' বাহাদুরী দেখাইয়া প্রশংসালাভের চেষ্টা করে। দেখাইতে চাহে যে "আমি একটা কেউকেটা নই, আমি এই এত পারি"! কারণ এই শ্রেণীর সম্পর্কীয়াগণের নিকট হইতে প্রশংসালাভের মধ্যে যে একটা অনির্দ্দিষ্ট সুখ নিহিত আছে, তাহার পরিমাণ বড়ই অধিক। চরিত্রহীন সনৎ যে এই রূপসী যুবতী শ্যালিকাদ্বয়ের নিকট বাহাদুরী দেখাইয়া তাহাদের প্রীতিভাজন হইবার চেষ্টা করিবে, সেটা বাঞ্ছনীয় না হইলেও বিচিত্র নহে।

সনৎ যে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা তাহার বিবেকের বিরুদ্ধে। কারণ এদিকে চলিবার পূর্ব্বেই সে ভাবিয়াছিল যে, সে যে রেণুর এবং কতকটা সিন্ধুর—প্রীতি আকর্ষণের জন্য ঝুঁকিয়াছে

তাহার মূলসূত্র কোথায় নিহিত? সূত্র অনুসরণ করিয়া সীমা-শেষে গিয়া দেখিল, যে ইহার পরিণাম অতীব ঘৃণ্য। ইহাতে যে কলঙ্কের ছাপ উভয়ের গায়ে লাগিবে তাহা সাগর-জলেও ধৌত হইবে না। একটি সংসারের সুখ-শান্তি চিরতরে বিনষ্ট হইবে এবং লোক-সমাজে উভয়েরই মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। সারাজীবন জগতের চক্ষে ঘৃণ্য হইয়া জীবন কাটাইতে হইবে। যাহার পরিণাম এত ভীষণ তাহার সুখ কতটুকু! এই তুচ্ছ যৎসামান্য সুখের আশায় এত বড় একটা বিপদ ও কলঙ্ককে কেন আহ্বান করি? কিন্তু সমস্ত ভাবিয়াও নিরস্ত হইতে পারিল না। এমন একটা মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন করিল যাহার বশে সে রেণুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে সতর্ক প্রচ্ছন্ন কথাবার্ত্তায় ও ভাবভঙ্গীতে তাহার মনোহরণের চেষ্টা করে। আবার রেণু সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেই অনুতাপে দগ্ধ হয় এবং ভাবে—আর এমন করিব না, কিন্তু রেণুর উপস্থিতি মাত্রেই তাহার মনের সে সদ্ভাব কোথায় ভাসিয়া যায়। সুন্দরী স্ত্রীলোক-বশীকরণের জন্য লম্পট-স্বভাব পুরুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং এইরূপ গোপন প্রণয়ের একটা তথাকথিত মাধুর্য্য,—বোধ হয় তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথে প্রতিবন্ধক হইত। তাই সে পরিণাম ভাবিয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিত না।

স্বামীর যে গুণ, স্ত্রী তাহার সরল স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া প্রচার করিত, সেই প্রচারের পরিণাম যে এমন দাঁড়াইবে তাহা স্বয়ং বিধাতা-পুরুষও ভাবিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ, সনতের গুণ রেণু যতই অনুভব করিতে লাগিল তাহার স্বামীর গুণহীনতা ততই তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। কথায় কথায় একদিন সিন্ধুর উচ্চপ্রাইমারী

স্কুলের শিক্ষক স্বামী মহাশয়ের কথা উঠিয়াছিল এবং সিন্ধু অকুণ্ঠিতচিত্তে রেণুকে বলিয়াছিল, "তার এমন একটা গুণ নাই যা' কারও নিকট গল্প ক'রতে পারি। বেণু কেমন সুখী, দেখ দেখি তার স্বামীর কত গুণ!" সিন্ধুর এই তুলনায় রেণুর মনেও দুর্গাদাস বাবু ও সনতের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে একটা তুলনার ভাব জাগিয়াছিল, মনে মনে সেও তুলনা করিয়া বুঝিয়াছিল যে বাস্তবিক তাহারও ত স্বামীর গুণের সম্বন্ধে গল্প করিবার কিছুই নাই। স্বামী মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী পড়ে, তাহা গল্প করিয়া কাহার বিস্ময় উৎপাদন করিবে? সনতের উপস্থিতি-মাত্রেই লোকে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠে, আর তাহার স্বামীর উপস্থিতিতে উৎফুল্ল লোকও গম্ভীর হইয়া পড়ে। সনতের স্থান পাঁচজনের মধ্যে, তাহার স্বামীর স্থান নির্জ্জন গৃহকোণে। সনৎ গানে, গল্পে, কথায়, রসিকতায় আসর মাতাইয়া তোলে, আর তাহার স্বামী ঠিক ইহার বিপরীত।

সিন্ধু তুচ্ছভাবে একটা মতামত প্রকাশ করিল, কিন্তু সেই তুচ্ছ মতামত রেণুর হৃদয়ে এক বিরাট ঝড় তুলিল। স্বামীপ্রেমে-বঞ্চিতা, চঞ্চলা, নবীনা এই নারী পরিণাম ভাবিতে পারিল না; ধীরে ধীরে সনতের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

সনৎ কতকটা অসাধ্য সাধন করিত। এক ডুবে পুকুর পার হইত, ফুটবল খেলায় সকলের আগে দৌড়াইত, একটা দড়ি হয়ত কেহ ছিঁড়িতে পারিতেছে না, সনৎ সেটা বিনা আয়াসে ছিঁড়িয়া ফেলিত, এইরূপ অনেকগুলি কাজে সাধারণকে ছাড়াইয়া যাইত বলিয়া সে অতি সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। রেণু ভাবিত, লোকটা সকল বিষয়েই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাস খেলাতেও সে এইরূপ সকলকে ছাড়াইয়া

যাইত। প্রায় বত্রিশখানা তাসেরই হিসাব সে রাখিত। যখন পিঠ উঠিত, কোন্ তাসের পিঠে কে কি রাখিল সেটা এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া লইত, যে কাটানের পর রং দেখিয়া কে কি রং পাইল এবং নিজের হাতের তাস দেখিয়া কে কি ফ্রি পাইল তাহা অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিত। উভয় পক্ষেরই কয় দশ কয় কোঁটা গেল তাহা গুণিয়া অপর পক্ষ ছ'কুড়ি সাত কোঁটা যাহাতে না করিতে পারে সে বিষয়ে নানা প্রকারে চেষ্টা করিত। এই সমস্তের ফলে প্রায়ই জিতিত এবং রেণু ও সিন্ধু তাহাকে জুড়ী করিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধাইত। বেণু বরাবর বিপক্ষেই বসিত। তাহার স্বামীকে লইয়া এই কাড়া-কাড়িতে সে গৌরব বোধ করিত এবং নির্ব্বিবাদে তাহার স্বামীকে খেলার সাথীরূপে পাইবার দখল ছাড়িয়া দিত। কোন দিন বা রেণু কোন দিন বা সিন্ধু সনতকে লইয়া বসিত। রেণুর প্রতি সনতের টান বেশী থাকিলেও মনে মনে সে রেণুর বিপক্ষভাবে খেলিতেই ভালবাসিত, কারণ তাহা হইলে কৃত্রিম ঝগড়া করিয়া কাড়াকাড়ির অনেক সুবিধা জুটিত! স্বপক্ষে বসিলে এপক্ষে কোন সুবিধাই হইত না। তবে একেবারে বাদ যাইত না। তাস ফেলিয়া তাহার আড়ালে এমন একটা পাশবিক ক্ষুধাপূর্ণ দৃষ্টিতে রেণুর প্রতি চাহিত, যে রেণু সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া—চক্ষু অবনত করিত! কিন্তু পরক্ষণেই আবার চাহিয়া দেখিত, সনৎ তাহার দিকে আবার তেমনি ভাবে চাহিতেছে কি না? সনৎ বার বারই চাহিত এবং নিজেও অনেক সময় নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া চক্ষু অবনত করিত। উভয়ের এইরূপ দৃষ্টি-বিনিময়ে উভয়েই ভাবিত "ও কেন অমন করিয়া চায়, তবে কি ও

আমাকে ভালবাসে!" "ভালবাসা" কথাটা কলঙ্কিত করিবার ইচ্ছা লেখকের ছিল না, কিন্তু শব্দ-দৈন্য বশতঃ অগত্যা ঐ কথাটাই ব্যবহার করিতে হইল। এইরূপ দৃষ্টি-বিনিময়ে উভয়েই একটা আনন্দ লাভ করিত। সনৎ একজন রূপবতী স্ত্রীকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে ভাবিয়া একটা জয়ের আনন্দে আনন্দিত হইত এবং রেণু একজন গুণসম্পন্ন রূপবান্ পুরুষ তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া এক প্রকার ভীতিজড়িত আনন্দ বোধ করিত। স্ত্রীর সম্মুখে শ্যালিকার মনোহরণের চেষ্টা, সনতের মত সকল বিষয়েই অসম-সাহসিক লোক ব্যতীত অন্য কেহ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। কিন্তু সনৎ তাহা অবলীলা ক্রমে করিতেছিল!

সাধ্বী স্ত্রী, স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পরম নিশ্চিন্ত মনে তাহার দেবত্ব প্রচারেই ব্যস্ত ছিল. স্বামীর এই দানবীয় দিকটায় আদৌ লক্ষ্য করে নাই। বিবেচক সনৎ নিজের এই ব্যবহারে নিজেকে ধিক্কার দিত, কিন্তু এই দানবোচিত কার্য্যে ইচ্ছা সত্ত্বেও বিরত হইতে পারিত না।

৪

যখন উভয়ের হৃদয়েই উভয়ের প্রতি এইরূপে নত হইয়াছে, তখন একদিন বেণু মস্তকের যন্ত্রণায় বিষম আক্রান্ত হইয়া সন্ধ্যার পর হইতে অত্যন্ত ছটফট করিতে লাগিল; সিন্ধু, রেণু, সনৎ সকলেই পালা করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বেণুর শুশ্রূষার সংকল্প করিল। দুর্গাদাস বাবু দুই চারিবার তল্লাস লইয়া গেলেন। রেণু ও সিন্ধু নীচে একটি বিছানা পাতিয়া শুইয়া রহিল। কথা থাকিল, তিন ঘণ্টা অন্তর একজন

করিয়া উঠিবে ও বেণুকে দেখিবে এবং তাহার মাথা টিপিয়া দিবে। সনতের নিদ্রা আসিল না দুই কারণে,—স্ত্রীর এই আকস্মিক শিরঃপীড়া জনিত চিন্তায় এবং গভীর রাত্রে রেণুর সহিত একত্রাবস্থানের একটা আনন্দোদ্বেগে !

প্রথমেই রেণুর পালা পড়িল, সিন্ধু লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমাইতে লাগিল। বেণু তখন যন্ত্রণায় প্রায় জ্ঞানশূন্যা। এই সুযোগে মাথায় হাত বুলাইতে প্রায়ই সনতের হস্ত ইচ্ছাক্রমেই রেণুর হস্তে ঠেকিতে লাগিল। জ্ঞানশূন্যা পত্নীর মস্তকে সনতের হস্ত মাঝে মাঝে রেণুর হস্তের উপর বিশ্রামলাভেও কৃতার্থ হইল এবং সেই কুটিল দৃষ্টি-বিনিময়ও কিছু ঘন ঘন চলিল। রেণু কতকটা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ভাবাপন্না হইয়া কোন বাধা দিল না। উভয়েরই হৃদয়ের উত্থান-পতন তখন অত্যন্ত দ্রুত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস যেন দ্রুততর হইয়া আসিল। সে অবস্থাতে সনৎও কোন কথা কহিতে সাহসী হইল না। কি একটা অনির্ব্বচনীয় আশঙ্কা আসিয়া বারংবার তাহার কণ্ঠরোধ করিতে লাগিল।

প্রয়োজনমত রাত্রেই একজন ডাক্তার আসিলেন এবং ইংরাজীতে তাহার মতামত বৃদ্ধ উকীল বাবু, দুর্গাদাস বাবু ও সনতের নিকট প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। সনৎ বাহিরে গিয়া ডাক্তারের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। দুর্গাদাস বাবু ও বৃদ্ধ উকীল বাবু পুনরায় শয়ন করিলেন। ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা হওয়াতে রেণু এবং সিন্ধু ভাবিল যে ব্যারাম নিশ্চয়ই সাংঘাতিক, নতুবা তাহাদের অনধিগম্য ইংরাজীতে কথা-বার্ত্তা হইবে কেন ? সিন্ধু বেণুর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল এবং রেণু সনতের নিকট সঠিক জানিবার জন্য সিঁড়ির দিকে গিয়া তাহার

অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রি তখন প্রায় তিনটা। দরদালানের আলোর তেল ফুরাইয়া আলোটি নিবিয়া যাওয়ায় সিঁড়ি, দরদালান সমস্তই অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল।

সনৎ ফিরিবামাত্র সেই দারুণ অন্ধকারের মধ্য হইতে কে তাহাকে প্রশ্ন করিল "হ্যাঁগা ডাক্তার ইংরাজী ক'রে কি বলে গেল। দিদির কি হবে?" সনৎ স্বরে চিনিল রেণু; উত্তর দিল "কি আবার ব'লবে, ভালই আছে, কাল আর কিছুই থাকবে না।" রেণুর মনে হইল সনৎ তাহাকে স্তোক-বাক্যদ্বারা ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। দিদির জন্য উদ্বেগে সে অকস্মাৎ সনতের পা দুইটা চাপিয়া ধরিল, কহিল "ওগো সত্যি করে বল আমার দিদির কি হ'বে?" রেণুর মন তখন দিদির ভাবনায় পূর্ণ, অভিসারের গন্ধ মাত্র তাহাতে ছিল না। কিন্তু সনৎ ডাক্তারের সহিত কথায় বুঝিয়াছিল, যে বেণুর জীবনের কোন আশঙ্কা ত নাই-ই, পরন্তু উহা রাত্রি-প্রভাতেই সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যাইবে। সুতরাং তাহার মনে কোন দুর্ভাবনা ছিল না; নির্জ্জন স্থান ও অন্ধকার দেখিয়া এবং মনোভাব খুলিয়া বলিবার এমন সুযোগ আর না ঘটিতে পারে ভাবিয়া, সে সাহস সঞ্চয় করিল এবং পদতল হইতে উঠাইবার ছলে আলিঙ্গন করিয়া রেণুকে তুলিল। রেণু কোন রূঢ় কথা বলিতে লজ্জাবোধ করিল, কিন্তু সনতের প্রতি ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিল 'এমন নীচ সে, যে স্ত্রী যখন মৃত্যু শয্যায়—ঠিক সেই সময়েই সে কি না অপর একজন রমণীর প্রতি মন্দভাব পোষণ করিতেছে"। সনৎ পুনরায় তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল "আরে না, না, সত্যি বল্‌ছি ডাক্তার বল্লেন সকালেই সেরে যাবে।" কিন্তু সে পিঠ চাপড়ানও

আলিঙ্গনের রূপান্তর মাত্র। তখন রেণু ঘৃণাভরে সনতের হাত দূরে নিক্ষেপ করিয়া যে কক্ষে দুর্গাদাস বাবু নিদ্রা যাইতেছিলেন—সশব্দে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। লজ্জায়, নিজের প্রতি ঘৃণায় তখন সনতেরও মনে হইল "পৃথিবী দ্বিধা হও"!

৫

পরদিন বেণু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। সনৎ তাহার হাসিমুখ দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া গতরাত্রির ঘটনা ধীরে ধীরে গোড়া হইতে সমস্ত বলিল এবং ক্ষমাভিক্ষা চাহিল।

সনৎ বলিতে লাগিল "আমি কাল'ই এখান হইতে পলাইয়া যাই; ছি, ছি, রেণুর নিকট আর মুখ দেখাইতে পারিব না।" বেণু এই আকস্মিক সংবাদে প্রথমে অত্যন্ত আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু শেষে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামীকে ক্ষমা করিয়া আশ্বাস প্রদান করিল; কহিল যে "এই মোহ-ভঙ্গের কথা সে রেণুকে বলিবে এবং স্বামীর হইয়া তাহার নিকট ক্ষমা চাহিবে।" সনৎ সেদিন শয্যা হইতে উঠিল না, অনুতাপে দগ্ধ হইয়া অশ্রুজলে শয্যা সিক্ত করিল। সে অনেক বিবেচনার পর স্ত্রীর নিকট একথা প্রকাশ করিয়াছিল। সনৎ ভাবিয়াছিল যে "এ ব্যাপার যদি মনে মনেই রাখি, তবে কোন্ দিন আবার পদস্খলন হইবে। রেণু বালিকা, তাহার ভালমন্দ বুঝিবার শক্তি এখনও হয় নাই। আজ দিদির অসুখে উদ্বিগ্ন হইয়া হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কিন্তু আমি তাহার পিছনে এমনভাবে লাগিয়া থাকিলে, সে নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। অবৈধ, অভদ্রোচিত, তুচ্ছ, ক্ষণিক একটা

সুখের জন্য তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তাহার চিরজীবন নষ্ট করিবার আমার কি অধিকার আছে? এ ব্যাপার চাপিয়া রাখা হইবে না, ইহা বেণুকে বলি। সে জানিয়া থাকিলে অতঃপর আমার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিবে, আর সে আমার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছে জানিয়া আমিও সংযত এবং সতর্ক থাকিব।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন সে বেণু-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শয্যাত্যাগ করিল, তখন দেখিয়া মনে হইল কে যেন তাহাকে চিতা হইতে তুলিয়াছে। সন্ধ্যার পর আবার সনৎ শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

রেণু সকল ভুলিয়া আবার সনতের কক্ষে উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রবেশ-পথে তাহার পদদ্বয় কে যেন চাপিয়া চাপিয়া ধরিতেছিল। তথাচ এই মুগ্ধা বালিকা রূপ-পতঙ্গের মত আবার অগ্নির সন্নিকটবর্ত্তী হইল। সনৎ রেণুকে দেখিল, কিন্তু আর চাহিতে পারিল না। বেণু সে কক্ষে ছিল। রেণু সনতকে শায়িত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সনৎ বাবু! কিছু খাবে না? সারাদিন ত কিছু খাও নাই।" সনৎ অস্বাভাবিক ভাবে বলিয়া উঠিল, "আমি—আমি—আমার না খাওয়াই ভাল।" রেণু ভাবিল 'আমি সনতের অপরাধ গ্রহণ করিয়াছি ভাবিয়া সনৎ মুষড়িয়া গিয়াছে'। তাই সে যে অপরাধ গ্রহণ করে নাই, মুহূর্ত্তের বিরক্তির জন্যই যে সে তাহার হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, ইহাই বুঝাইতে অত্যন্ত স্নেহ মিশ্রিত স্বরে বলিল "কিছু খাও সনৎ বাবু! আমার 'মাথা' খাও—দুটো কিছু মুখে দাও!"

সনৎ ইহাতে সুখী হওয়া দূরে থাক্, গতরাত্রির ঘটনার পরও রেণুর এই ব্যবহার দেখিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইল এবং নিজেকেই তাহার

ব্যবহারের প্রশ্রয়দাতা ভাবিয়া লজ্জায় আর মুখ তুলিতে বা কথা কহিতে পারিল না, কেবল একবার মাত্র মুখ তুলিয়া রেণুর অলক্ষে বেণুকে কি ইঙ্গিত করিল।

বেণু সহজভাবে রেণুকে বলিল "ও আজ আর কিছু খাবে না, মোহের বশে কাল' তোর পিঠে হাত দিয়েছিল, আজ মোহ ভেঙ্গেছে, অনুতপ্ত হয়েছে, না থাক্—অনুতাপে মনটাকে শুদ্ধ করে' নেবার অবসর দে"।

এ—কি! রেণু দাঁড়াইয়াছিল, ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে নিজের ভ্রম বুঝিল, সনতের বিবেক-শক্তির প্রাখর্য্য বুঝিল; বল-সঞ্চয় করিয়া আবার উঠিয়া দাড়াইল, অকস্মাৎ বেণুর এবং ক্ষণেক কি ভাবিয়া সনতেরও পদধূলি লইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

৬

পরদিন প্রাতে দুর্গাদাস বাবু সনৎকে বলিলেন, দাদা, আপনি কঠোর সংযমের দ্বারা আমাকে যে কলঙ্কের হাত হতে' রক্ষা করেছেন, তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকৃতে পারি না। তা' ছাড়া আপনি এই অসুখী দম্পতির মধ্যে যে নিদারুণ একটা ব্যবধান ছিল, সেটা দূর ক'রে দিয়েছেন বলে' আপনার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকৃবো। এতদিন পরে আমরা মনের কথা ক'য়েছি।" ভক্তিভরে ধার্ম্মিক দুর্গাদাস বাবু অধার্ম্মিক সনতের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

সনৎ বুঝিল যে রেণু আদ্যোপান্ত সমস্তই দুর্গাদাসকে বলিয়াছে। প্রথমে বুকটা কাঁপিয়া উঠিল,—রেণু করিয়াছে কি? দুর্গাদাসের মত বদ্‌মেজাজী গম্ভীর-প্রকৃতি স্বামীকে এই সমস্ত কথা বলিয়াছে! একবার

মনে হইল হয়তো দুর্গাদাস তাহার নীচ ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাহাকে বিদ্রূপচ্ছলে ঐ সমস্ত বলিতেছে। কিন্তু দুর্গাদাস বাবুর স্বর প্রকৃতই ভক্তিপূর্ণ, তাহাতে বিদ্রূপের লেশও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। তবু সনৎ নিরুত্তর রহিল।

শ্বশুরের ও সিন্ধুর নিকট কাজের অছিলায় এবং দুর্গাদাস, বেণু ও রেণুকে প্রকৃত কথা বলিয়া সনৎ সেই দিনই ধানবাদ হইতে চলিয়া গেল। যাইবার আগে দুর্গাদাস বাবু ও রেণু পাশাপাশি দাঁড়াইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। সনৎ ভাবাবেশে কোন উত্তর দিতে পারিল না, কেবল উভয়ের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল—যেন সে দুর্গাদাস বাবুর অপেক্ষা কতই বয়সে বড়!

একটা পবিত্রতার সৌন্দর্য্যে সকলেরই মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ